চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 September, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিষ্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

বুধবার বিএসএফ মহাপরিচালক রাকেশ আস্থানাকে আগরতলা আখাউড়া সীমান্তের জিরোপয়েন্টে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন বিজিবি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিনায়ক বিগ্রেডিয়ার জাকির হোসেন।

ভারত-বাংলাদেশ বিএসএফ-বিজিবি সীমান্ত সম্মেলন শুরু ঢাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মধ্যে মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ে চার দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশের সময় বেলা পৌনে ১১টায় ঢাকার বিজিবি সদর দফতরের সম্মেলন কক্ষে এ সম্মেলনে শুরু হয়।

সম্মেলনে বিজিবি ডিজি মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছেন।বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ ও বিজিবি সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসারবৃন্দ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় , পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সম্মেলনে বিএসএফ ডিজি রাকেশ আস্থানার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফ সদর দফতরের ঊর্ধতন কর্মকর্তা এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রয়েছেন। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় সম্মেলনের যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না রাজ্যে তাই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, জানাল কেন্দ্রীয় টিম

১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যে মাস্ক ইনফোর্সমেন্ট ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হিসেবে সামাজিক দূরত্ব না মেনে চলার কথা বলেছে কেন্দ্রীয় টিম। তাছাড়া কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ টিমের দাবী রাজ্যে মাস্ক ব্যবহার না করার প্রবণতাও অনেক বেশী। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ কেন্দ্রীয় টিমের এই মন্তব্যের কথা বুধবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

আরও পাঁচজনের মৃত্যু

রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় টিমের প্রতিনিধি ডা. ডি পান্না, ডা. সত্যজিৎ সেন এবং ডা. পি কে ভার্মা এই তিনজন বিশেষ' চিকিৎসকের দল বর্তমানে রাজ্যে অবস্থান করছেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় দলটি জি বি, আই জি এম, হাঁপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টার, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার, এডি নগর, উত্তর জেলা, ঊনকোটি জেলা এবং খোয়াই জেলার বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। আজ গোমতী ও সিপাহীজলা জেলা তারা পরিদর্শন করেছেন।

আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সফররত কেন্দ্রীয় চিকিৎসকদলটির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সফরকারি দলের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রয়েছে অনেক জায়গায় বহু মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছেন না। ফলে এর থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে মানা হচ্ছেনা বলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মৃত্যুর হার বৃদ্ধির জন্য মূলতঃ সংকটাপন্ন হয়ে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি দায়ি অথচ তখন আর চিকিৎসার সুযোগ তেমন থাকে না, যা কেন্দ্রীয় সফরকারী দলের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে সুস্থতার হার ৬৩.১৪ শতাংশ। কোভিড আক্রান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আবহে মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পূজা, কঠোর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাত পোহালেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে বিশ্বকর্মা পূজা করতে হবে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে জানান সরকারি নির্দেশিকা মেনেই বিশ্বকর্মা পুজো করতে হবে।

সরকারি নীতি নির্দেশিকা অমান্য করলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নীতি নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে খোলা জায়গায় মন্ডপ করতে হবে। অন্যান্য বছরের মতো বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা যাবে। ১০ জনের বেশি দর্শনার্থী একসঙ্গে সমবেত হতে পারবেন না। এক সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সম্পর্কে প্রতিটি পুজো কমিটিকে অবগত করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেলাশাসক জানিয়েছেন। উল্লেখ্য অরুনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যেই পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এবছর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ডিগ্রী কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এভিবিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের ডিগ্রী কলেজ গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইও এ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ এনেছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বুধবার শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে কলেজগুলোতে ভর্তি জন্য যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকায় মারাত্মক ভুল ত্রুটি রয়েছে। তালিকায় ভুল ত্রুটি থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।অবিলম্বে ভর্তি তালিকা সংশোধন করে সংশোধিত তালিকা দ্রুত প্রকাশ করার জন্য ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশায় পড়বে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছে।শিক্ষা অধিকর্তা এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে গণপ্রহারে গুরুতর চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। কৈলাসহরের ফুলতলী এলাকায় গণপ্রহারে এক চোর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। অপর দুই চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। গণপ্রহারে আহত চোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলতলী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাতে কৈলাশহরের ফুলতলী গ্রামের প্রদীপ সিনহার ঘরে চোর ঢুকে। চোরেরা যখন বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন গৃহকর্তা প্রদীপ সিনহা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। গৃহকর্তার চিৎকারে তার স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজন রাত জেগে ওঠেন। পরিবারের লোকজন একযোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়নে জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের সাথে এক আলোচনা সভা আজ রাজ্য অতিথিশালার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় জনজাতি সমাজের কাস্টমারি ল, নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা ও কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, জনজাতি সমাজের প্রধান সমাজপতিদের জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা করে ভাতা চালু করার যে ঘোষণা রাজ্য সরকার সমাজপতিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত গত বৈঠকে দিয়েছিল তা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জনজাতি সমাজপতিদের পক্ষ থেকে অন্যান্য যে যে দাবীগুলি রাজ্য সরকারের কাছে জানানো হয়েছিল, তার অনেকগুলিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অনেকগুলি দাবি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে পানীয়জল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নন্দননগরে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু দূর্ঘটনায়, ক্ষুব্ধ জনতার গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নন্দননগরে ডিডাব্লিউ এস দপ্তরের সামনে দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম সঞ্জয় রুদ্র পাল। জানা যায় ডিডাব্লিউ এস দপ্তরের অফিসের সামনে একটি বোঝাই লরি দাঁড় করানো ছিল।

ওই গাড়ি থেকে পাইপ নামানোর জন্য ৪ জন শ্রমিক গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গাড়ি থেকে পাইপ নিচে পড়ে যায়।গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়া পাইপের নিচে চাপা পড়ে সঞ্জয় রুদ্র পাল নামে এক শ্রমিক। অন্যান্য শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করেন।। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোক জনরা বের হয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বহু চেষ্টা করেও পাইপের নিচ থেকে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জেসিপি সরিয়ে শ্রমিককে পাইপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়।আশঙ্কাজনক অবস্থায় শ্রমিকের করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাইপ চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। থেকে পাইপ চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদে স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তারা উত্তেজিত হয়ে এলাকায় বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করেন।পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ছুটি

বৃহস্পতিবার দেবশিল্পী শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শুক্রবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য প্রচারে সতর্ক হতে বললেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে জিবির কোভীড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। গত দুই দিন আগে এই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বুধবার এ জি এম সি-র কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই কথা জানান তিনি।

এরপর এই রোগীর বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয়। জিবির রোগী কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান গত ৮ সেপ্টেম্বর এই রোগী জিবির কোভীড ট্রিটমেন্ট সেন্টারে ভর্তি হন। এই রোগী অ্যালকোহলিক। নেশা সেবন করতেন নিয়মিত।

কিন্তু জিবিতে আসার পর নেশা সামগ্রী না পাওয়ার পর এই ছটপট করতে থাকে। কিন্তু একে নিয়ে বাইরে শুরু হয় অপপ্রচার। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান গত ৮ সেপ্টেম্বর ভর্তি হওয়ার পর আজ ১৬ সেপ্টেম্বর। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া করোনায় আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বুধবার করোনা আক্রান্ত হলেন বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তিনি বন, উপজাতি কল্যাণ ইত্যাদি দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি আইপিএফটি দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সামাজিক মাধ্যমে জানান যে, বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া করোনায় আক্রান্ত এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। এদিকে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মহাকরণে আধিকারীক সহ অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যায়। রাজ্যে এই প্রথম কোন মন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হচ্ছেঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে প্রতিদিনই মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। কোভিড সেন্টার গুলিতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মী নেই। যুদ্ধ কালীন অবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের কোনরকম ব্যবস্থা নেই রাজ্য সরকারের।

পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন এবং শয্যার অভাব। এ ধরনের পরিস্থিতি সরকারি মুকাবিলা করার তো কোনরকম উদ্যোগ নেই, বরং রাজ্যের মানুষ এই পরিস্থিতিতে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছে না প্রশাসন।প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের বুধবার সাংবাদিকদের সাথে বৈঠক করে এমনটাই অভিযোগ তুলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক।তিনি আরো বলেন, ছোট রাজ্য ত্রিপুরা পরিস্থিতি এতটা নাগালের বাইরে যাওয়ার পেছনে প্রশাসনের গাফিলতি প্রধান কারণ। কারণ সরকার বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের লটারির মতো ৫:১ জন করে নমুনা পরীক্ষা করাতে এই বিপত্তি হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন সরকার সার্ভে যদি সঠিকভাবে করত তাহলে রাজ্যে প্রতিদিন পাঁচ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৩৩ ◘ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ৩১ ভাদ্র ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মাতৃ পক্ষের আগমন

আজ দেব শিল্পী শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। করোনা আবহেও রাজ্য জুড়ে পালিত হইবে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্বকর্মা পুজোর মধ্য দিয়েই আগমনী ঢাকে কাঠি পড়িবে। এবছর তিথি কত দিয়ে বিচার করিলে দেখা যায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেই পিতৃপক্ষের অবস্থান এবং মাতৃ পক্ষের আগমন ঘটিবে। এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে মন্দিরে , জলাশয়ে জলাশয়ে পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার কথা থাকিলেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সরকারি বিধি-নিষেধ আরোপ করিবার কারণে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। করোনার প্রকোপে অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে বিশ্বকর্মা পূজা।বিশ্বকর্মা পূজা কমিয়া যাইবা র কারণে জটিল সমস্যায় মৃৎ শিল্পীরা।বিগত বছরের চাইতে এই বছর মূর্তির চাহিদা অর্ধেকের চাইতেও কম।স্বাভাবিক কারণেই মৃৎ শিল্পীরা তাহাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইয়াছে।আগাম অর্ডার ছাড়া অতিরিক্ত যেসব ভর্তি বানাইয়াছেন সেগুলিও বাজারে বিক্রি করিতে গিয়া মৃৎশিল্পীরা সমস্যায় পড়িয়াছেন। কেননা এই বছর বিশ্বকর্মা পূজার সংখ্যা কম হইবার ফলে অনেকেই মূর্তি করিবার জন্য বাজারমুখী হন নাই। মৃৎশিল্পীরা বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রতিমা তৈরি করিয়া বাজারে বসিয়া থাকিলেও ক্লাবের দেখা পান নাই তাহারা। শুধু প্রতিমা বিক্রেতারাই নয়, বিশ্বকর্মার বাজারে ফল-মূল সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের চাহিদাও এবছর অনেকটাই কম। ধর্মপ্রাণ মানুষ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় বিগত বছরের মতোই ব্রতী হইবেন বলিয়া আশাবাদী ছিলেন ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু সেই আশায় গুড়েবালি। বাজার হাট সর্বত্রই যেন পিছুটান। বিক্রেতারা চাহিদা মিটাইবার জন্য নানা পসারি নিয়া বাজারে হাজির হইয়াছেন। লক্ষনীয় বিষয় হইলো চাহিদামত ক্রেতার দেখা নাই। তাহাতে অনেকটাই হতাশাগ্রস্ত বিক্রেতারা। লাভের অংক গোনা তো দূরের কথা অনেকেই আসল নিয়া ঘরে যাইবা র পথ খুঁজতেছেন। অন্যান্য বছর বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলো আলাদা আলাদা করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় ব্রতী হইত। এই বছর এই প্রবণতা ও পুরোপুরি বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে।রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে চিত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে যে এবছর বিশ্বকর্মা পূজা অর্ধেকের চাইতেও নিচে নামিয়া গিয়াছে।মানুষের মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলেও করোণা ভাইরাসের সংক্রমনের কাছে সব কিছু যেন হারাইয়া গিয়াছে।বিশ্বকর্মা পূজায় যে হাল লক্ষ করা যাইতেছে সেই হাল পরবর্তী শারদ উৎসবেও প্রভাব পড়িবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত আতঙ্ক, অন্যদিকে মানুষের হাতে টাকা পয়সা নাই। অনেকেরই এখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। চারিদিকে যেন দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছে। এই দুর্যোগ মোকাবেলা কইবার একমাত্র উপায় হল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় ভাইরাস নিরোধক ব্যবস্থাপনা।অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত করোনাভাইরাস মোকাবেলার জন্য ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হইবে ততদিন পর্যন্ত মানবসভ্যতা পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইবে না।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ গোটা বিশ্বে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে যার ফলশ্রুতিতে মানবসভ্যতা এক প্রশ্ন চিহ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রকৃতির এই নিলা খেলা যতদিন বন্ধ না হইবে ততদিন মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা করিতে পারিবে না। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে আমাদেরকে প্রকৃতিবান্ধব হইতে হইবে।একথা স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতির উপর মানবসভ্যতা দিনের পর দিন যেভাবে অত্যাচার করিয়াছে তাহার ফলশ্রুতিতেই প্রকৃতি বিরূপ হইয়া এই সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিটি ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের সচেতন হওয়া জরুরী। প্রকৃতির প্রতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সচেতন হলেই ভবিষ্যতে এই ধরনের ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে রক্ষা পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

করোনা আবহে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে নিষিদ্ধ সাধারণের প্রবেশ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প শহরবাসী। তবে আর মাত্র অল্প কয়েকদিনেই সপরিবারে মর্তলোকে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। কিন্তু করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা।আর এবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে নিষিদ্ধ হল সাধারণের প্রবেশ।

রাত পোহালেই মহালায়া। ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। ইতিমধ্যে পুজো প্যান্ডেল গুলো শুরু করে দিয়েছে খুঁটি পুজো। তবে করোনা আবহে চলতি বছর নিয়ম বদলানো হচ্ছে প্যান্ডেল হপিং এ। কিন্তু এসবের মাঝেই এবার এক কঠিন পরিস্থিতিতে সমাজের রাজবাড়ীতে পুজোর সময় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। প্রতিবছরই শোভাবাজার রাজবাড়িতে উপচে পড়ে ভিড়। আর সেই ভিড় এড়াতে এই সিদ্ধান্ত। তবে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ভার্চুয়ালি দেখা সম্ভব শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো। এবার ভার্চুয়ালিই দেখতে হবে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো।

উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে আগামী ২০ তারিখ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রবিবার নতুন করে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে।আর এর জেরেই আগামী ২০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করল নবান্ন। পাশাপাশি যে সকল মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে আছেন তাঁদের ২০ তারিখ বিকেলের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতেও বুধবার অনুরোধ করা হয়।

নতুন করে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে। ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার এই নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। নিম্নচাপ তৈরি হলে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা। অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলের নিম্নচাপ সরে তেলেঙ্গানা ও ছত্রিশগড় এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখা জয়সালমীর নাগপুর থেকে ছত্রিশগড়ে লো প্রেসারের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন অন্ধ্র তেলেঙ্গানা সহ ছত্রিশগড় ভারী বৃষ্টি। গুজরাট মহারাষ্ট্রের মত দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায়। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে।বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলা তে। এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আদ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রী। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি। বাতাসের সর্বোচ্চ জলীয়বাষ্প ৯৪ শতাংশ। সামান্য বৃষ্টি হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় ১.৯ মিমি।

মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের নামে চলুন তর্পণ করি

শুভঙ্কর দাস

মানব সভ্যতা এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সর্বত্র। করোনায় আক্রান্ত ২১৫টি দেশ। সবকিছু থমকে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। চারিদিকে হাহাকার তৈরি হয়েছে। করোনা ছিনিয়ে নিয়েছে ৯ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ। করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী। ভারতে একই দৃশ্য ধরা পড়েছে। এমনকি বহু পুলিশ কর্মী নিজেদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদেরও দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে তারা পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে বহু শ্রমিক বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। কখনো গাড়ির ধাক্কায় তো কখনো ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে অনেকে।

বিহারের মুজাফফরপুর স্টেশনে মৃত মায়ের চারিপাশে শিশুর আত্মভোলা খেলা এখনো জনমানসের মন থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। অন্যদিকে কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আত্মহত্যার খবর সামনে আসছে। স্কুল বন্ধ। স্মার্টফোনের অভাবে পড়ুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার খবরও আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮২ হাজারেরও বেশি মানুষের। ফলে এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তর্পণ এর সংজ্ঞা যাক পাল্টে। পিতৃ পুরুষের পাশাপাশি বিগত আট মাসে যেসকল সহনাগরিককে করোনা এবং লকডাউনের কারণে আমরা হারিয়েছি চিরতরে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে হোক তর্পণ। যে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী কর্তব্যে অবিচল থেকে রোগীদের সেবা করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে আসুন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করি। যে কৃষক ন্যায্য ফসলের দাম না পেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে আসুন

তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করি। অনটন সহ্য করতে না পেরে চটকল শ্রমিক থেকে শুরু করে পরিযায়ী হয়ে কাজ হারানো বহু মানুষ যারা অনাহার এবং আর্থিক পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। আসুন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করি। যে সকল পুলিশকর্মী, সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আসুন তাদের জন্য তর্পণ করি।

বৃহস্পতিবার গোটা সভ্যতা জেগে উঠে অবনত মস্তকে স্মরণ করুক নিজের সহ নাগরিকদের। সংকটের এই তীব্র সময় মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব যেন না হারিয়ে যায় সেই সংকল্প করি তর্পণ করে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষের অসহায়তার সুযোগ না নেওয়ার অঙ্গীকার করি তর্পণ করে। বহমান গঙ্গা থেকে গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, সিন্ধু, নর্মদা, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, তাপতির জলে তর্পণ করি মানবিকতার নামে।

পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা চিনা আগ্রাসন রুখতে গিয়ে যে সেনা জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন আসুন তাদের পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে তর্পণ করি। যে দলিত কন্যাকে অন্ধকারে গণধর্ষণ করে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল আসুন তাঁর স্মৃতি উদ্দেশ্যে তর্পণ করি। আমফানের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেসব জীবন হারিয়ে গেল চিরতরে আসুন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ট্রান্স বৃটিশ রেলওয়ে এবং ত্রিপুরার নৌপথ

অরুণ কুমার রায়

প্রাচীন কালে ত্রিপুরা দেশের দক্ষিণে ছিল ব্রহ্মদেশ দক্ষিণে বঙ্গোপ সাগর দক্ষিণ পূর্বে মিজোরাম পূর্বে আসাম মেঘালয় পশ্চিমে বঙ্গদেশ। ইংরেজরা ত্রিপুরায় পদচারণা করে মুটামুটি ভাবে শপ্তদশ সতকের ষাঠ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। বৃটিশ গর্ভনর মনোনীত প্রথম রেগিডেন্স কমিশনার র‍্যাফল লিক ত্রিপুরা দায়িত্ব অর্জন করেন। এই সময়ে আরও এ একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক আসেন ত্রিপুরায় যার নাম ম্যারিয়ট সাহেব। তিনি রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব নির্ধারণ করার লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেস দেন। এরজন্য বৃট্রিশ সরকার সদর কার্য্যালয় স্থঅপন করেন চট্টগ্রামে। ইংরেজরা সরাস বিক্ষোভ হাতে নিলেও বকলমে ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। আরকান থেকে সিমেন্ট রাজ্য হারবার ভয়ে তাতে সম্মতিদেন। প্রায় একশ আটত্রিশ বছর পর্যন্ত এক প্রর শোষণের মধ্য দিয়েই কর আদায় করে গেছে ইংরেজরা। রাজাসীমান্ত এই বাড়িতে চাপ গিয়ে পরেছে সাধরণ কৃষকের উপর। কর না দিতে পারেল পড়ত চাবুকের আঘাত বল্লমের খোঁচা বন্দিশালায় নিক্ষেপে ফলে অনেক চাষী আত্মহত্যা করত এবং প্রজা বিদ্রোহ দেখাদিত। সপ্তদশ শতকের তিরাশী খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণ কিশোর মানিক্যের মৃত্যু হলে অপুত্রক রাজার ভাতুস্পুত্রদের মধ্যে দেখা দেয় সিংহাসন বিরোধ। মহারানী জাহ্নবী দেবীর হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত হয় রাজধর মাণিক্য রাজা হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাকে ডাকাত দলের আক্ষাদিলে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তিনবছর পর আসামী নির্দোষ বলে রায় দেয় বৃটিশ আদালত। এদিকে ওয়ারেল হেস্টিংস বিলনের সম্মতি দান করার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর মাধ্যমে এক কথায় রাজ্যটা বন্দক দিয়ে বৃটিশের কাছে সিংহাসন আরোহন করেন রাজধর মাণিক্য। পরে সিংহাসন বিরোধ মেটাতে আরও একটি আইন চালু করে বৃটিশের কার তাহল খেলাত আইন। এই আনে নাবালক কিংবা অযোগ্য প্রার্থীরা রাজা হতে পারেনা। এভাবেই ইংরেজরা ত্রিপুরা রাজতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ চালিয়ে ছিল যা স্বাধীনত্তোর কাল পর্যন্ত বজায় ছিল। লর্ডকার্জন মাউন্ট ব্যাটন শুধু বঙ্গ ভঙ্গই করেন নি ত্রিপুরাও দুটুকরো করেন। শপ্তদশ শতকেই ইংরেজরা ত্রিপুরায় রেল পথ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করান। স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত করা এবং বিদেশে পণ্য সামগ্রী প্রেরণ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা দেশের প্রথম রেল পথটি তৈরি হয় চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে লাকসাম পর্যন্ত। তারপর মূল পথ এবং শাখা পথে অনেকগুলি রেলপথ তৈরি করা হয়। যেমন ফেনী বিলোনীয়া চাঁদপুর কোম্পানীও কুমিল্লা আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হবিগঞ্জ বাল্লা মৌলভীবাজার সিলেট লাত করিমগঞ্জ পাথারকান্দি

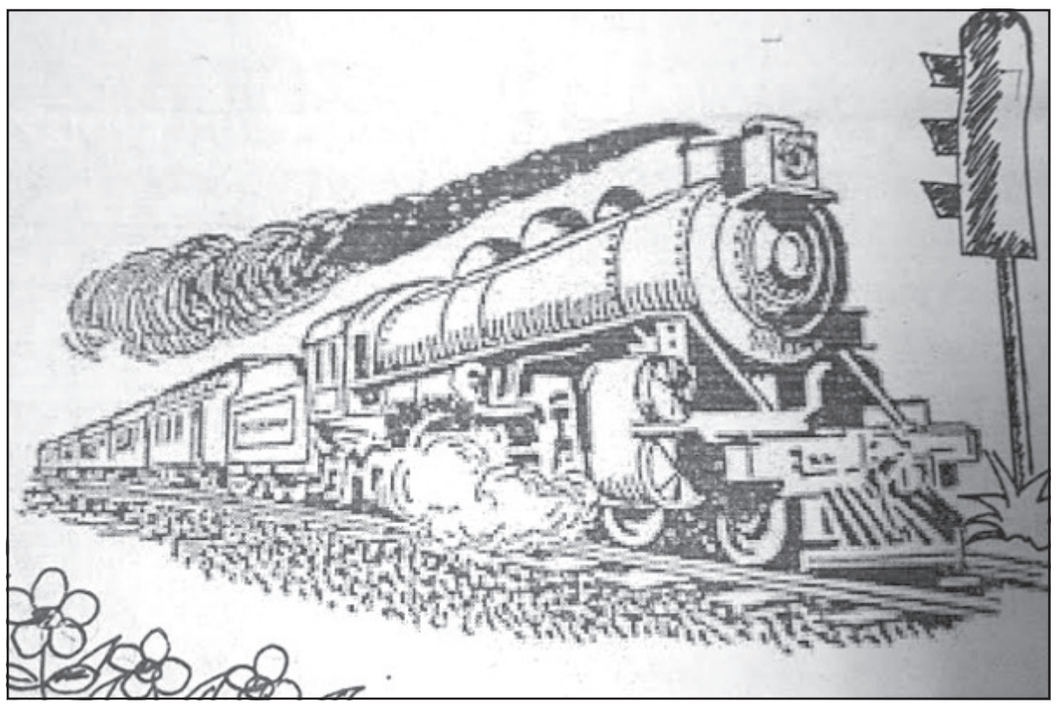

কলকলিঘাট বদরপুর শিলচর লামডিং ডিব্রুগড় গৌহাটী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেইল ট্রেন এক্সপ্রেস কার দিনে এ আগুনের সঙ্গে চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ ছিঢ়। মেইল ট্রেন এক্সপ্রেস ট্রেনএবং লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে। অন্যদিকে আখাউড়া জংশন থেকে আশুগঞ্জ ভৈরব হয়ে নরসিংদী টঙ্গিজংশন। সেখান থেকে ঢাকা এবং কলিকাতার উদ্দেশ্যে রেলপথ সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। ইংরেজ আমলেই এইসব রেলপথ দ্বারা বিভিন্ন স্টেশন থেকে পণ্য সামগ্রী যেমন ধান পাঠ শাক সবজী আমজাম কাঠাল লেবু লিচু রেশন তুলনা আগর মাছ শুটকি ডিম কাঠ বাঁশ অন্যান্য বনজ সম্পদ আর কয়লা তেল গ্যাস হস্তশিল্প। প্রথমে রেলপতে নদী এবং সমতলনদী সবই ব্যবহার করত। বৃটিশরা উক্ত যোগাযোগ মাধ্যমে আশুগঞ্জ ভৈরব দাউদকান্দি চাঁদপুর ভোলা বরিশাল রামগতি কোম্পানী গঞ্জ হয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে পণ্য আনাহত। পরে এইসব পণ্য সামগ্রী বিদেশে বা বিলাতে পাঠানো হত। এইভাবে বৃটিশরা উপমাহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। ফলে ধীরে ধীরে তারা পুজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বৃটিশদের রেলপথ নির্মাণের বেশির ভাগ খরচ রাজ্য রাজাকেই বহন করতে হয়। ফলে করের বাড়তি চাপ প্রজাদের সহ্য করতে হয়েছিল। সমতল অংশের পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চলের নদী গুলির ও সংস্কার করেন বৃটিশরা। কর্ণফুলি গোমতী হাওড়া খোয়াই মেঘলা দেওয় জুড়ি প্রভৃতি। নদী গুলি দিয়ে যাতে দ্রুত পণ্য সামগ্রী কেল স্টেশনে পৌছানো যায়। উল্লেখিত নদীগুলির মধ্য হাওড়া যার তীরে গড়ে উঠেছে রাজধানী আগরতলা। তখন করে দিনে আখাউড়া ছিল আগরতলার উপকন্টের শহর এবং জংশন স্টেশন। ফলে আগরতলা পণ্য সামগ্রী এবং যাত্রী আখাউড়া খাল পথে কিংবা হাওড়া নদী পথে গিয়ে পৌছাত স্টেশনে। সেখান থেকে আবার নিজ গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছাত। পাহাড়ি অঞ্চলের মালপত্র ও একই স্থানে একই পথে গিয়ে পৌছাত। তখন হওড়া নদীর নাব্যতা ছিল আনুমানিক দশ ফুটের কাছাকাছি। এরজন্য বেশ কিছু বন্দ ঘাট ও গড়ে উঠেছিল যেন শকুন্তলা ঘাট ভিক্টোরিয়া ঘাট জর্জঘাট হীরাপুর ঘাট গাজীর বাজার ঘাট প্রভৃতি। একই রকম ভাবে হাওড়া নদীতেও বন্দর ঘাট ছিল। ছোট বড় ডিঙ্গি সরাঙ্গা অনায়াসেই আসা যাওয়া করত। ত্রিপুরা দেশে ইংরেজরা যখন রেল পথ স্থাপন করে এবং চালু করে তখন রেলে মানুষ চড়তনা। কারণ মানুষ ভাবত এটা ভুতে গাড়ি দৌত্যের গাড়ি ভুত আর দৈত্য ভর করবে তাই তারা ঘরে লুকিয়ে থাকত। গ্রামের উপর দিয়ে ট্রেন গেলেও ঘর থেকে বেরহতনা আর ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাদের ভয় ফলে প্রথম অবস্থায় যাত্রী এবং পণ্য চলাচল করতনা। কিছুকাল পর ভয় কেটে গেলে যাত্রী এবং পণ্য চলাচল শুরু হয়। শুরুতে রেলচালাতে দেশীয় কর্মী পাওয়া যেতনা। ইংল্যান্ড কিংবা অন্যান্য দেশ থেকে রেলকর্মী নিয়োগ করা হত। স্টেশন মাস্টার টিটি খালাসী আধিকারীক সবা শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় বর্ণ বৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গযাত্রীদের উপর চালাত নির্যাতন। দেশীয় ভাষার লোকেরা তথ্য অনুসন্ধান রেল আইন বুঝতে না পারায় ভ্রমণ কালে কতকত শতশত যাত্রীদের বেত্রাঘাত জেন জরিমানা করা হত। তাই নির্যাতনের ভয়ে দেশীয় লোকেরা পণ্য ও যাতায়াত বন্ধ করে দিত। এতে করে বৃটিশের লোক সানের বহর বাড়তে থাকে। শেষে বৃটিশ সরকার উভয় ভাষার মধ্যে সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তারপর থেকে আবার রেলে ভীড় হতে শুরু করে। আগের দিনে বৃটিশ রেল কিংবা ইংল্যান্ড রেলের রং ছিল লালচে বাদামী। এইরংটিই ছিল রেলের আসন পোষাকী রং। ক্যারা পোকা থেকে রেলে আবিস্কার যার সব বৈশিষ্টই এই পোকার মধ্যে রয়েছে। আজকের দিনে বিভিন্ন রংয়ের রেল দেখতে পাওয়া যেমন সাদা, লালা, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি। বৃটিশ যুগে ত্রিপুরা রেলে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী কেবিন করে সেলুন করে শোভন করে পার্গেল ভ্যান লাগেজ ভ্যান খালাসী কামরা ফৌজি কোচ কিংবা ফৌজি কোচ থাকত। প্রথম শ্রেণীতে ধম্যবিত্তরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিম্নবিত্তরা কেবিনে উচ্চবিত্তরা সেলুন কারে রাজা রানী রাজ পরিবার সফর করত। সব মিলিয়ে দূর দূরান্তে বিশাল লম্বা ট্রেন চলাচল করত। রেলে বাঁশীর শুরু ঘুম ভাঙতে রাত জাগতে গ্রামবাসীর। বাস্প চালিত ইঞ্জিন দ্বারা রাস্পীয় রেল চলাচলা করত। প্রথম অবস্থায় ইঞ্জিনের ভেতরে আগুনের কুন্ডালী উপরে ধোঁয়ার কুন্ডলী তারই মাঝে কুঝিক ঝিক রব তুলে পদ্ম বন শাপলা বনের ভিতর দিয়ে ছোটে বেড়াত দিগন্ত থেকে দিগন্তে। রেলেপ শব্দে কৃষকেরা উষাকালে নাঙ্গল কাঁধে গরু নিয়ে মাঠে যেত। সূর্যাস্ত রাঘালেরা রেলের শব্দে গুরু নিয়ে ঘরে ফিরত। শিশুরা নিজনিজ পাাঠে মন দিত। পথিকেরা দাঁড়িয়ে থাকত কখন আসে ঢাকা রেল তারা মৎস্য আনে। আবার কন আসে কর্ণফুলি বর যাবে শেওড়াফুলি প্রভৃতি গ্রামে প্রবাদ চালুছিল। এ ভাবেই রেল মানুষের আত্মার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অপুদুর্গার রেল দেখা সেই আথারই প্রতিফলন। আজকের দিনে আর সেই রকম দেখতে পাওয়া যায় না। অতি মাত্রায় কৃত্তিমতাই এর মূল কারণ। এখন আগরতলা আখাউড়া রেল পথটি চালু করার নির্দারিত সময়ও পেরিয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে এর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। নানা অজুহাতে তা বর্তমানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। লাইটির নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করে অখন্ড ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করা প্রয়োজন। মানুষ এই রেল পথটির শুভসূচনার জ্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আরও উদগ্রীব হয়ে আছে আধুনিক কিশোর কিশোরীরা। অন্যদিকে সাব্রুম চন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম রেলপথ সম্প্রসারণ কাজটিও দ্রুত নজর দেওগ্া দরকার আরও দরকার বিলোনীয়া পরশুরাম ফেনী রেল সংযোগ। এই দুইটি রেলপথ হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। এই দুইটি রেল পথছিল ত্রিপুরার পুরানো রেল পথই। কেবল মাত্র দেশ ভাগের জন্য তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন ভারত সরকার ভারতীয় রেল সেই দিকে নজর দেওয়াই একমাত্র কাম্য।

(প্রাক্তন জাহাজকর্মী)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনে এবিভিপি কর্মকর্তারা এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিজিবি-বিএসএফ বৈঠক ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায়

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফের ডিজি পর্যায়ের ৪ দিনব্যাপী বৈঠকে যোগদানের জন্য ভারতীয় সীমান্ত রী বাহিনী (বিএসএফ) মহাপরিচালক রাকেশ আস্থানার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল পিলখানা বিজিবি সদর দপ্তরে এসে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন বিজিবি কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত রী বাহিনী বিজিবি ও বিএসএফ প্রধানের মধ্যে বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ৪ দিনব্যাপী বৈঠকে সীমান্তে হত্যা শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। এছাড়া অস্ত্র ও মাদক পাচার বন্ধের বিষয়টিও প্রাধান্য পাবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) একজন কর্মকর্তা বলেন, সীমান্ত হত্যা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈঠকে অবৈধ অস্ত্র, মাদক এবং মানব পাচার বন্ধের ব্যাপারেও আলোচনা হবে। উভয় দেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও উন্নয়নের জন্য বৈঠকে আলোচনা হবে। বিজিবি'র অপারেশন ডিরেক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়জুর রহমান বলেন, সীমান্তে হত্যার যে কোনও ঘটনার পরে 'আমরা সর্বস্তরে আলোচনা শুরু করি' এর পরে বাংলাদেশ বরাবরই সীমান্তে সহিংসতায় বেশি গুরুত্ব দেয়।

বিজিবির অপারেশন ডিরেক্টর জানান, যেখানে উভয় প পারস্পরিক স্বার্থের পাশাপাশি দুই সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নয়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করবে। নয়া দিল্লী থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিএসএফের প হতে আলোচনায় গবাদি পশু পাচার, মুদ্রা ও মানব পাচার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

এদিকে বিজিবি'র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন বুধবার ঢাকায় পিলখানা বিজিবি সদর দপ্তরে অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। ৪ দিনব্যাপী সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক বৈঠক আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে পিলখানা বিজিবি সদর দপ্তরের সম্মেলন কে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজিবি'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে সম্মেলনের যৌথ আলোচনার দলিল স্বারের মধ্য দিয়ে সীমান্ত সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবি'র অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ ও বিজিবি সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসারবৃন্দ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন এবং ভুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করবেন। বিএসএফ মহাপরিচালক রাকেশ আস্থানার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ভারতের প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফ সদর দপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

বিজিবি-বিএসএফ ডিজি পর্যায়ের বেঠকটি পূর্ব নির্ধারিত সময় সূচি আনুযায়ী গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পিলখানা বিজিবি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিএসএফ প্রতিনিধি দল না আসতে পারায় বৈঠকটি স্থগিত হয়। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা টু নয়াদিল্লি-কলকাতা টু ঢাকা সকল আন্তর্জাতিক ফাইট বন্ধ থাকার প্রে্রিত আসন্ন বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিএসএফ প্রতিনিধিদল তাদের নিজস্ব এয়ার ক্রাফট নিয়ে ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত সময়ে বিএসএফ'র এয়ার ক্রাফট'র কারিগরি সমস্যার কারণে বিএসএফ প্রতিনিধিদল গত রোববার ঢাকায় আসতে পারেননি বলে সম্মেলন স্থগিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা এখন ভালো: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো তিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কম-বেশি ভালো অবস্থানে রয়েছে।

তিনি বলেন,আমরা আমাদের বাজেট ঘোষণা করেছি, জানি না আমরা কতদূর করতে পারব (বাজেট বাস্তবায়ন), তবে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি সবকিছু ভালোভাবে যায় তাহলে আমরা সম্পূর্ণ অর্জন করতে সম হব। যদি তা না হয় তবে সেটি আমরা দেখববৃআমরা পিছপা হব না। আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকা চালু রাখতে জাতীয় বাজেট দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে প্রবাসীরা কিছুটা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তাদের অনেককে দেশে ফিরতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে এ মহামারিতে রেমিট্যান্স কমে যেতে পারে, কিন্তু এেে ত্র বিপরীত প্রবণতা দেখা গেছে।

'আমাদের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৩৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, রেমিট্যান্সের জন্য আমরা ২ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা দিচ্ছি, আমাদের বিদেশি রিজার্ভ এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে,' বলেন তিনি। গত কয়েক বছর ধরে বাজেটের ঘাটতি পাঁচ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও, সরকার এবার বাজেটের ঘাটতি ৬ শতাংশ নির্ধারণ করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রয়োজন হলে আমরা এটি ১০ শতাংশ করতাম, তবে তা প্রয়োজন হয়নি।' তিনি বলেন, করোনা সংকটের প্রথম থেকেই সরকার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে চেয়েছে। সীমিত আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজও ঘোষণা করেছে সরকার।

কোভিড-১৯ মহামারি ছাড়াও সরকারকে কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও মুখোমুখি হতে হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সময়মতো কার্যকর পদপে নেয়ার কারণে আমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পেরেছি।' 'দেশে দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পূর্বাভাস ছিল এবং এখনও কিছু নদীর পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী ভাঙন আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। আমরা এ বিষয়ে পদপে নিচ্ছি, আমরা চেষ্টা করছি,' বলেন তিনি।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের পাশাপাশি তার দল দেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সংকটের এ সময়ে জনগণের সহায়তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্য সরকারি কর্মকর্তা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও কৃষক লীগের নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। আওয়ামী লীগ সংকটময় মুহূর্তে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'অন্য কোনো দল মতায় থাকলে তারা কখনই এ কাজ করত না। এর পরিবর্তে, তারা এ সংকটকে পুঁজি করে কিছু সুযোগ-সুবিধা অর্জনের চেষ্টা করত। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করছি।' তিনি বলেন, 'এটিই আওয়ামী লীগের নীতি, জাতির পিতা যা আমাদের শিখিয়েছেন।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সকল কর্মসূচি স্থগিত করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের নিরাপত্তা ও জীবন সবার আগে এবং এ কারণেই সরকার সকল কর্মসূচি ভার্চুয়ালি পালন করছে।

তিন বছর আগে রহস্যজনক মৃত্যু মামলার পুনরায় তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজস্থানের যোধপুরে ২০১৭ সালে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া বিক্রান্ত নাগায়চ রহস্যজনক মৃত্যু তদন্ত নতুন করে শুরু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।বুধবার বিচারপতি আর এফ নরিমানের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রাজস্থান সরকারের ক্লোজার রিপোর্ট পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে।শুনানি চলাকালীন রাজস্থান সরকারকে তীব্র ভৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট।কারণ রাজস্থান সরকার আদালতকে জানিয়েছিল যে তারা এই মামলার তদন্ত আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না।

২০১৭ সালের ১৪ আগস্ট সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে যোধপুরের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাছে থাকা রেললাইনে ওই পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই পড়ুয়াকে শেষ দেখা গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রিবেলা খাবার খেতে বেরোনোর সময়।মৃত ছাত্রের মা আদালতে পিটিশন দিয়ে অভিযোগ করেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দিতে দেরি করেছিল। পাশাপাশি পরিবারের তরফ থেকে আরো জানানো হয় তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ওই পড়ুয়া হতাশায় ভুগছিল। পুলিশও প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করতে গড়িমসি করেছিল।

কোচবিহারে নতুন করে করোনা সংক্রামিত ৭৫ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪০৬৪

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারে নতুন করে করোনা সংক্রামিত আরও ৭৫ জন। এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা সংক্রামিত সংখ্যা চার হাজার পেরিয়ে গেল। বুধবার নতুন করে ৭৫ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ার পাশাপাশি আগে সংক্রামিত ৭৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বুধবার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমার ৩৩, মাথাভাঙ্গার ৮, দিনহাটার ২১ ও তুফানগঞ্জে ১৩ জন রয়েছেন। আক্রান্তের মধ্যে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪০৬৪। তার মধ্যে ৩৪২২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মৃতের সংখ্যা ২৪। বর্তমানে অ্যাক্টিভ রোগী রয়েছেন ৬১৮ জন।

আরও তিন বছর গানার্সদের হয়ে চুক্তি নবীকরণ করলেন আউবামেয়াং

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আরও তিন বছর গানার্সদের হয়ে চুক্তি নবীকরণ করে নিলেন গ্যাবন স্ট্রাইকার পিয়ের এমেরিক আউবামেয়াং। যা অনেকটাই স্বস্তি দিল কোচ মিকেল আর্তেতাকে।

চুক্তি নবীকরন করে আউবামেয়াং বলেছেন, আর্সেনালেই যে খেলব সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। একইসঙ্গে চুক্তি বর্ধিত করে অনুরাগী, সতীর্থ, পরিবার এবং ক্লাবের সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন গ্যাবনের এই ফুটবলার। এখানেই শেষ নয়। আউবামেয়াং জানিয়েছেন, 'আর্সেনালের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। আমরা একসঙ্গে অনেক বড় সাফল্য অর্জন করতে পারি। এই ক্লাবে অনেক আকর্ষণীয় জিনিস আছে। আমার মনে হয় আর্সেনালের সেরা ফলাফল খুব শীঘ্রই অনুরাগীদের সামনে ধরা দেবে।' আউবামেয়াং থেকে যাওয়ায় আর্তেতা জানিয়েছেন, 'ওর আমাদের সঙ্গে থাকাটা ভীষণ প্রয়োজন ছিল। ও একজন খুব ইতিবাচক মানসিকতার দুর্দান্ত ফুটবলার। এই ক্লাবের হয়ে ৫০ গোল করা মানে সেই ফুটবলারকে নিয়ে অনুরাগীদের আগ্রহ বাড়বেই।

করোনা : মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পুজোয় ভিড় এড়াতে শর্তসাপেক্ষ নির্দেশ হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি করোনা প্রতিরোধে মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পুজোয় ভিড় এড়াতে শর্তসাপেক্ষ নির্দেশ জারি করল হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। বর্তমানে চতুর্দিকে করোনা অতিমারির রূপ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে অত্যধিক জনসমাগম না ঘটে তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আজ বুধবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপার্সন মেঘনিধি দাহাল এক নির্দেশিকা জারি করেছেন।

মূলত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য ভিড় এড়ানো, সাবধানতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হাইলাকান্দির জেলাশাসক ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং বিশ্বকর্মা পুজোর অনুষ্ঠান কোভিড প্রটোকল মেনে আয়োজন করতে বলেছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মহালয়ার ভোরে তিন জনের অধিক ব্যক্তি একসাথে চলাফেরা করতে পারবেন না। অযথা জেলার যে কোনও স্থানে মানুষের ভিড় গড়ে তোলা যাবে না। অবশ্য রাস্তায় অধিকতম তিন জন করে চলাফেরা করতে পারবেন এবং সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার এবং শারীরিক দূরত্ব মেনে চলা বাধ্যতামূলক। বিশ্বকর্মা পূজায় সর্বোচ্চ ১৫ জন ব্যক্তি একসাথে অনুষ্ঠান পালনে উপস্থিত হতে পারবেন। কোনও অবস্থাতেই জেলার কোনও স্থানে ভিড় জমাতে পারবেন না কেউ।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট পূজা কমিটিগুলোকে ভেজা খাবার অর্থাৎ প্রসাদ বিতরণ পর্বেও বাধা আরোপ করা হয়েছে। তবে শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা যাবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছেন জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল। এছাড়া উৎসব উপলক্ষ্যে প্যান্ডাল, ডেকোরেশন, আলোকসজ্জা এবং রাস্তার পাশে স্টল স্থাপন করতেও বারণ করা হয়েছে নির্দেশিকায়। পূর্বপুরুষ ও পিতৃ তর্পণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কোভিড প্রটোকল মেনে নদীর তীরে তর্পণ করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। হাইলাকান্দি জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপার্সন দাহাল একই নির্দেশিকায় বলেছেন, যদি কেউ ওই নির্দেশাবলি অমান্য করেন তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী যথাযথ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাজ্যে বাড়ল দৈনিক মৃত্যু

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে ফের একবার বাড়ল দৈনিক করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা। অন্যদিকে কমেছে দৈনিক সুস্থতাও। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২৩৭ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৭১জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.৬৯ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৬১ জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,১৪৭জন।এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ১২হাজার ৩৮৩জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৮৪হাজার ১১৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪১২৩জনের। বুধবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৪৭৪টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮,১০২। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৭জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪২,৩২৬জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৫১৫জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪২৬১জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৬জন।

ছয়ের পাতায়

ভারতকে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুরোধ বাংলাদেশের

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। দুই প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে পেঁয়াজ রপ্তানি শুরু করতে ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

বুধবার ভারতকে দেওয়া এক চিঠিতে বাংলাদেশ এ অনুরোধ জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে এ বিষয়ে একটি কূটনৈতিক চিঠি পাঠানো হয়েছে।

ভারতকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, পেঁয়াজ রপ্তানির নীতিমালায় ভারত হঠাৎ করে পরিবর্তন আনার ঘোষণা বাংলাদেশকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কারণ এতে করে বাংলাদেশের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহে সরাসরি প্রভাব পড়েছে।

এ বছরের ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি দুই দেশের বাণিজ্যসচিবদের বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি বন্ধ না করার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তখন অনুরোধ করা হয়েছিল যে, যদি কোনো কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেই হয়, তবে তা যেন বাংলাদেশকে আগেভাগে জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের অক্টোবরে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। তখনো বাংলাদেশ অনুরোধ জানিয়েছিল, এমন কিছু ঘটলে যাতে আগাম জানানো হয়। এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে ভারতকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, হুট করে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের বিষয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের আকস্মিক ঘোষণা দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের ২০১৯ ও ২০২০ সালের আলোচনা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সমঝোতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি পুনরায় শুরু করতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতিষেধকের খোঁজে সেরামকে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতে অক্সফোর্ডের করোনা প্রতিষেধকের ট্রায়াল ফের শুরু হবে। সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াকে করোনা প্রতিষেধকের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু করার অনুমতি দিয়েছে ডি সি জি আই। চার দিন আগে যদিও এই ট্রায়ালের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ডি সি জি আই।ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সময় বিশেষ গুরুত্ব সহ একাধিক বিধি মেনে চলার পরামর্শ

ছয়ের পাতায়

পঞ্চভূতে বিলীন সমাজহিতৈষী রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের নশ্বর দেহ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে সমাজহিতৈষী করিমগঞ্জের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় জনতা পার্টির বটবৃক্ষ তথা প্রাক্তন জেলা সভাপতি রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের নশ্বর দেহ। টানা কয়েক বছর ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে জীবন যুদ্ধে হার মানলেন করিমগঞ্জ বিজেপির পিতামহ রথীন্দ্র ভট্টাচার্য। বুধবার সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ শিলচর মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। দিনকয়েক আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। এর পর বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রথীন্দ্র ভট্টাচার্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। অবশ্য মঙ্গলবার বিকেলে করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। তবে করোনাকে হারালেও কর্কট রোগের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয় তাঁকে।

বুধবার সকালের দিকে রথীন্দ্রবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে সীমান্ত জেলায়। জেলার বিজেপি মহল থেকে শুরু করে কংগ্রেস, সিপিএম, এআইইউডিএফ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জেলার প্রতিটি অঞ্চলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন সকাল থেকেই সামাজিক গণমাধ্যমে প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবার্তা জানানোর হিড়িক পড়ে যায়। জেলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকর্তারাও গভীর শোক প্রকাশ করেন।

আজ দুপুর দুটা নাগাদ জেলা বিজেপির দুবারের সভাপতি রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের মরদেহ নিয়ে আসা হয় করিমগঞ্জ শহরের বনমালী রোডে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পক্ষ থেকে জেলা বিজেপির প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রয়াতের বাড়িতে ছুটে যান জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। তাছাড়া তাঁদের রাজনৈতিক গুরুকে চোখের জলে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য সুদীপ চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়, জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি ডা. মানস দাস, সঞ্জীব বণিক, কৃষ্ণ দাস, প্রচার সচিব নিশিকান্ত ভট্টাচার্য সহ অসংখ্য জনতা।

এদিন প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানান জেলা বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারী সহ পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, শিলচর জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই, সাধারণ সম্পাদক অমিয়কান্তি দে। এছাড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের পক্ষে কিশোর দে, স্বাস্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার পক্ষে কৃষ্ণ দাস, বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের পক্ষে নীশিকান্ত ভট্টাচার্য, শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের পক্ষে সুদীপ চক্রবর্তী, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহের পক্ষে নির্মল বণিক, অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হকের পক্ষে ডা মানস দাস, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপকুমার পালের পক্ষে জেলা যুবমোর্চা সভাপতি অমিত পাল, এআইডিসি-র চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের পক্ষে সঞ্জয় দাস, বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে-র পক্ষে সঞ্জীব বণিক ও প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজশেখর দত্ত। এছাড়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মহিলা নেত্রী শিপ্রা গুন, জেলা পরিষদের সভাপতি আশিস নাথ, প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব নাথ, জেলা বিজেপির সম্পাদক তথা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবতোষ পাল, কোষাধ্যক্ষ শ্যামল ভট্টাচার্য, আইনজীবী বিপ্লব দেব, প্রেমতোষ দেব, ননীগোপাল রায় প্রমুখ।

তার পর রথীন্দ্রবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় আইন মহাবিদ্যালয়, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের জেলা শাখার পক্ষ থেকে। দলীয় জেলা সদর কার্যালয়েও প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দলের নেতা কর্মী ও সমর্থকরা। এছাড়া জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, উত্তম মজুমদার, শাহাদত আহমেদ চৌধুরী। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সহ অন্যান্যরা।

বিকাল চারটা নাগাদ শহরের সুভাষনগর শ্মশানে প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায় সকলের শ্রদ্ধার রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের নশ্বর দেহ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রয়াতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াষ অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারাও প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের অন্তিম যাত্রায় শামিল হয়েছেন আজ। উল্লেখ্য, ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ এবং ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দুই দফায় জেলা বিজেপির সভাপতি পদে সফলতার সঙ্গে দায়িত্বভার পালন করেছেন রথীন্দ্র ভট্টাচার্য।

অসমিয়া চলচ্চিত্র জগতকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা, নতুন-পুরনো সিনেমা হলকে অর্থ সাহায্য তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন জেলায় নয়া ও পুরনো সিনেমা হলগুলোকে পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের পাঁচটি নতুন সিনেমা হল নির্মাণ এবং পাঁচটির সংস্কার করতে রাজ্য সরকারের অধীন অসম রাজ্য চলচ্চিত্র (অর্থ ও উন্নয়ন) নিগম-এর নির্দিষ্ট প্রকল্পের আধীনে আজ বুধবার সুবিধাভোগীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভরতুকির চেক বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, অসমিয়া সমাজ সংস্কৃতির পূজারী। এই সমাজ বহুকাল ধরে সাংস্কৃতিকভাবে এক মজবুত সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। রাজ্যের বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের নানা জনগোষ্ঠীয় সমাজকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। অসমের সাংস্কৃতিক জগতে রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, নটসূর্য ফণী শর্মা, সুধাকণ্ঠ ড় ভূপেন হাজরিকার মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, অসমে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ জনসাধারণের মধ্যে বহু প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এই প্রতিভাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্ব দরবারে নিজেদের স্থান শক্তিশালী করতে এক্ষেত্রে নব প্রজন্মের শিল্পী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেও সাংস্কৃতিক জগতকে উন্নত করতে তাঁদের সকলের পরামর্শ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তেজপুরের জোনাকী সিনেমা হল, গুয়াহাটির ক্যালভিন সিনেমা হল, বঙাইগাঁওয়ের জলিম্যাক্স সিনেমা হল, টংলার ছায়া সিনেমা হল এবং নগাঁওয়ের পি জি এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক নির্মিত সিনেমা হল রাজ্য সরকারের এই ভরতুকি সহায়তা পেয়েছে। এছাড়া পুরনো তথা বন্ধ যে সব সিনেমা হল রয়েছে সেগুলো সংস্কারের জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে বরপেটার ইন্দ্রপুরী সিনেমা হল, গুয়াহাটির অনুরাধা সিনে কমপ্লেক্স, লখিমপুরের নক্ষত্র সিনেমা হল, বঙাইগাঁওয়ের মায়াপুরী সিনেমা হল, নাজিরার নাজিরা চলচ্চিত্র কোঅপারেটিভ সোসাইটি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নতুন সিনেমা হল নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫ লক্ষ টাকা সরকার বহনের ব্যবস্থা করেছে। পুরনো সিনেমা হল সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা এবং বন্ধ সিনেমা হলগুলো ফের চালু করতে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্যের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আমাকে দিয়ে ভালোই কমেডি হবে- ইলিয়ানা

৩২ বছর বয়সী ইলিয়ানা ডি ক্রুজের শুরুটা দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় হলেও বলিউডে জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি। বলিউডের রাস্তায় হাঁটা শুরুই করেছেন পরিচালক অনুরাগ বসুর হাত ধরে, রণবীর কাপুর ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্দা ভাগ করে। তাঁকে সর্বশেষ দেখা গেছে পাগলপান্তি ছবিতে। শিগগিরই তাঁকে দেখা যাবে কুকি গুলাটি পরিচালিত দ্য বিগ বুল ছবিতে, অভিষেক বচ্চন ও অজয় দেবগণের সঙ্গে।তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও হিন্দি ভাষার ছবিতে কাজ করা এই অভিনয়শিল্পীর মতে, গল্প আর চরিত্রটাই মুখ্য, ইন্ডাস্ট্রি বা ভাষা নয়। ইলিয়ানা ডেকান ক্রনিকলকে বলেন, 'আমি বলিউডে আসার আগে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে নিজের একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলাম। তারপরও আমি হিন্দি সিনেমার দুনিয়াতে পা রাখার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কারণ, বারফি ছবির সবকিছুই আমার ভালো লেগেছিল। হলিউড, বলিউড বা দক্ষিণ ভারত নয়, আমার কাছে গল্পটাই মুখ্য, ওই গল্পে আমার চরিত্রটা মুখ্য।'তবে গল্প ছাড়াও কমেডি ঘরানার ছবির প্রতি বিশেষ টান অনুভব করেন ইলিয়ানা। 'সিরিয়াস' ছবি তাঁর বিশেষ পছন্দ নয় বলেও জানান তিনি। বলেন, 'আমি সিরিয়াস ছবিতে নিজেকে প্রমাণ করেছি। আর কত ভাল্লাগে! মূলত পরিবর্তনের জন্য, নিজেকে নানা চরিত্রে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার জন্য আমি কমেডি ছবিতে কাজ করা শুরু করি। তারপর কমেডির প্রেমে পড়ে যাই। মুবারক সিনেমার পর নিশ্চয়ই পরিচালক, প্রযোজকেরাও কমেডি চরিত্রে আমাকে নিতে ভালোবাসবেন। আমিও এখন বিশ্বাস করি, আমাকে দিয়ে ভালোই কমেডি হবে।'এত কথা বললেও নিজের পরের ছবি নিয়ে টু শব্দটি করেননি ইলিয়ানা। কেবল জানিয়েছেন, দ্য বিগ বুল ছবিতে বলিউডের তথাকথিত নায়িকার ভূমিকায় তিনি দেখা দেবেন না।বরফি ছবিতে অন্য রকম একটি চরিত্র দিয়েই বলিউড কাঁপিয়ে অভিষেক। অবশ্য ২০১২ সালে হিন্দি ছবি 'বরফি'তে সহ-অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করার ছয় বছর আগে থেকেই ইলিয়ানা তেলেগু ছবির নিয়মিত নায়িকা। বলিউডে 'বাদশাহো', 'ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো', 'রুস্তম', 'ম্যায় তেরা হিরো' এই নায়িকার আলোচিত কিছু কাজ।

ভারতীয় সংগীত জগতেও স্বজনপ্রীতি নিয়ে ক্ষোভ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে ওঠা ঝড় ভারতীয় সংগীত জগতেও আঘাত হেনেছে। আর সেটা শুরু হয়েছে সনু নিগমের অভিযোগের পর।কণ্ঠ শিল্পী, সুরকার ও গীতিকাররা বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি থাকার বিষয়ে আলোকপাত করে সনু নিগমের ভিডিও পোস্টের পর আদনান সামি বড় আকারেই ক্ষোভ ঝেড়েছেন তার ইন্সটাগ্রামে।আদনান সামির ইন্সটাগ্রাম পোস্ট থেকে নিউজএইটিন ডটকম জানায়, নতুন প্রতিভারা প্রতারিত হচ্ছে আর তাদের সৃজনশীলতা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।আদনান লেখেন, "নতুন ও অভিজ্ঞ শিল্পী, সুরকার ও প্রযোজকরা যারা প্রতারিত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে ভারতীয় সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতে সত্যিকারের একটা ধাক্কা প্রয়োজন। যাদের মধ্যে সৃজনশীলতার কোনো ধারণাই নেই তাদের মাধ্যমে কেনো সৃজনশীলতা নিয়ন্ত্রিত হবে।"

তিনি আরও লেখেন, "ভারতে এত মানুষ। তাদের জন্য নতুন কোনো কিছু উপহার না দিয়ে শুধু 'রিমেইক' আর 'রিমিক্স' দিয়ে সংগীত জগত চালাতে হবে কেনো। বন্ধ কর এসব। সত্যিকারের প্রতিভাদের সুযোগ দাও, অভিজ্ঞদের নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দাও এবং সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতে সৃজনশীলতার শান্তি নিয়ে আস। তোমারা কি ইতিহাস থেকে কিছু শিখতে পার না। জান-না শিল্প ও সৃজনশীলতার সম্পর্ক কোনো ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যথেষ্ট হয়েছে। বন্ধ কর এসব।"

এই পোস্টের উত্তরে সংগীত শিল্পী আলিশা চেনাই এসে লেখেন, "ভারতের চলচ্চিত্র ও সংগীত জগত হচ্ছে বিষাক্ত জায়গা। এই জগতের মাফিয়ারা ভয় ও শক্তি দিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নৈতিকতা ও 'ফেয়ার প্লে' বলতে কিছু নেই। শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিবর্তে তারা তোমাকে ব্যবহার করবে প্রতারণাপূর্ণ চুক্তিবদ্ধের মাধ্যমে। আর তাদের হয়ে তোমাকে খেলতে বাধ্য করবে। এই কারণে চলচ্চিত্র ও সংগীত ধ্বসে যাচ্ছে। কর্মফল পেতেই হবে।"সংগীত জগতের পক্ষ থেকে সনু নিগম প্রথম এই বিষয়ে ইন্সটাগ্রামে ভিডিও আপলোড করে বলেন, "সংগীত জগতে অসাধু চর্চার জন্য কোনো শিল্পী আত্মহত্যা করলে অবাক হব না।"পাশাপাশি তিনি দুটি 'মিউজিক লেবেলস'কে দায়ী করেন যারা এই জগত নিয়ন্ত্রণ করছে।সোমবার তিনি আরেকটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে 'টি সিরিজ' এর নাম উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভুশান কুমারকে সাবধান করেন।

ক্ষোভে, দুঃখে পদত্যাগ করলেন করণ জোহর

প্রচলিত আছে, জোহরের জহুরি চোখে প্রচুর তারকা পেয়েছে বলিউড। কার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, কার নেই, তা নিখুঁত দৃষ্টিতে বলিউডকে বেছে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁদের নতুন নতুন কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে করণ জোহর তাই গডফাদার। কিন্তু ১৪ জুনের পর তিনি যেন খলনায়কে পরিণত হতে চলেছেন।১৪ জুন উপমহাদেশের বিনোদন দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলেই নীরবে-নিভৃতে এক বুক হতাশা আর বিষণতা নিয়ে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। তিনি মৃত্যুর আগে কোনো চিরকুট লেখেননি। শোকে স্তব্ধ বলিউডে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে নানামুখী গবেষণা। একে একে মুখ খুলছেন নেপোটিজমের শিকার অভিনয়শিল্পী ও পরিচালকেরা। আর এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিদ্ধ হলেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডের একাংশও সরাসরি করণ জোহরকেই দায়ী করলেন সুশান্ত সিং রাজপুতের অকালমৃত্যুর জন্য। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে বিহারের আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়েছে আত্মহত্যায় পরোক্ষে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য। এই সব

বিতর্কের মধ্যেই ফের নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এলেন করণ জোহর। সম্প্রতি মুম্বাই মিরর-এ প্রকাশিত খবরে জানা গেছে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর।শোনা যাচ্ছে, সুশান্ত প্রসঙ্গে বলিউডে তাঁর সহকর্মীদের থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন, তাতে মর্মাহত করণ। স্বজনপোষণের বিতর্কে পাশে পাননি কাউকেই। আর তাই মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবের মতো মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবছেন না করণ। বরং তিনি ইতিমধ্যে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম পরিচালক স্মৃতি কিরণের কাছে। মুম্বাই মিরর-এর রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারপারসন দীপিকা পাড়ুকোনও নাকি করণ জোহরকে অনেক বুঝিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে, তবুও কোনো লাভ হয়নি। করণ জোহর ছাড়া এ উৎসবের বোর্ড সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জোয়া আখতার, কবীর খান, সিদ্ধার্থ রয় কাপুর, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে ও রোহন সিপ্পি।

প্রসঙ্গত, সুশান্ত সিং রাজপুতের অকালমৃত্যুর খবরে শোকাহত করণ জোহর সরাসরি নিজেকে দোষারোপ করেছিলেন। মৃত্যুর খবরের ধাক্কা খানিকটা সামলে উঠেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে তিনি লেখেন, 'গত বছর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার জন্য অনুতপ্ত আমি। কখনো কখনো মনে হয়েছিল তুমি তোমার জীবন নিয়ে বলতে চাও কাউকে, কিন্তু কোনো দিনই সেই অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারিনি। আর কোনো দিন এই ভুল করব না।' করণের এই উদার মন্তব্যটিও ভিন্ন চোখে দেখছেন কেউ কেউ। এই পোস্ট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন, কেন নিজে থেকে এই অপরাধবোধের প্রসঙ্গ তুললেন পরিচালক। তাহলে কী সবার চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছে কোনো অজানা অপ্রিয় সত্য।

এই ঘটনার জেরে করণ জোহরকে আনফলো করতে শুরু করেছেন নেটিজেনরা। ইতিমধ্যে করণ জোহরের ২৫ লাখ ভক্ত ঝরে গেছে। এখন আছে ১ কোটি ৭০ লাখ। এখানে শেষ না। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে অনলাইন পিটিশন। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, হট স্টারের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মেও যাতে এ তারকার কোনো ছবির প্রমোশন না হয়, তার জন্যও ভেবে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে পিটিশনে। করণ জোহরকে পুরোপুরি বয়কটের দাবি জানানো হয়েছে।

পরেশ রাওয়ালের প্রকৃত নায়কের সংজ্ঞা হোক প্রসারিত

শুভঙ্কর দাস

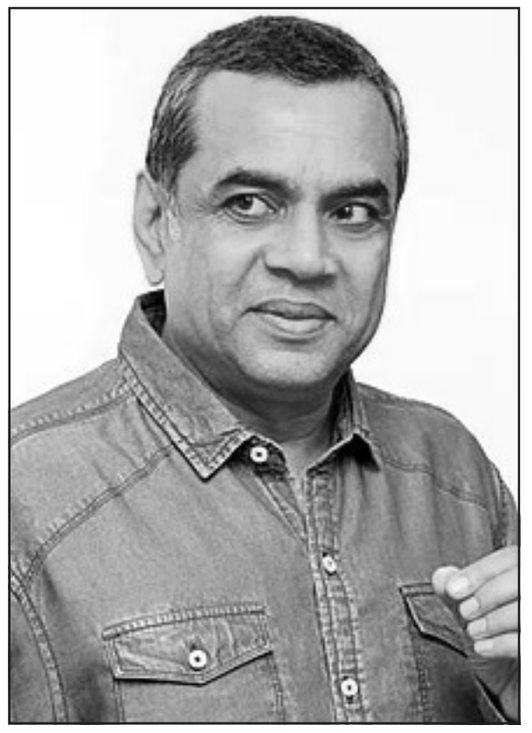

ছোটবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত হিরো বা নায়ক কথাটা বললেই চোখের সামনে টলিউড ও বলিউড নায়কদের কথা মনে পড়ে যায়। যারা প্রতিটা ছবিতে একা হাতে দুষ্টের দমন করে চলে। এরা একাই ১৫ থেকে ২০ জন দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করতে পারে। ভৌত বিজ্ঞানের যাবতীয় সূত্রকে খন্ডন করে শূন্যে গাড়ি এবং বাইক ওড়াতে পারে। আবার কখনো খুব সুন্দরী নায়িকাকে নিজের প্রেমের মহিমায় বশে আনতে পারে। বাস্তব জীবনের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে ৭০ এমএম - এর রুপোলি পর্দার নায়কদের কোনও মিল নেই। এই সকল নায়করা স্বপ্নের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন মুল্লুকের কোনও শহরে স্বল্পবসনা নায়িকার সঙ্গে নেচে বেড়ায়। প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা কালোমাথাগুলি সেই সব দৃশ্য দেখে এদেরকেই নিজেদের জীবনের পথপ্রদর্শক মনে করতে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি বলিউডের বর্ষীয়ান ও প্রাজ্ঞ অভিনেতা পরেশ রাওয়াল আমাদের কাছে নায়কের প্রকৃত সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তার মতে প্রতিনিয়ত দেশ এবং সমাজের জন্য যারা নিজেদের জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়ে চলেছে তারাই আমাদের কাছে প্রকৃত নায়ক। সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং পুলিশকর্মীরাই আমাদের আসল নায়ক। বর্ষীয়ান এই অভিনেতা এও জানিয়েছেন আগামী প্রজন্মের কাছে প্রকৃত নায়কের সংজ্ঞা তুলে ধরতেই তার এই উদ্যোগ। চলচ্চিত্র অভিনেতাদের এন্টারটেইনার বা বিনোদনকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।

পরেশ রাওয়ালের এই ভাবনা আমাদের চেতনার সত্তাকে আরো প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। কিন্তু তারই ভাবনার আরো বেশি সম্প্রসারণ হওয়া দরকার। শুধু সেনা জওয়ান বা পুলিশকর্মী নয় একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে দায়িত্ববান ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষরাই আমাদের প্রকৃত নায়ক হওয়া উচিত। সরকারি কার্যালয় যে আমলা প্রতিনিয়ত জনসেবার তাগিদে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে তাদেরও নায়ক হিসেবে অভিহিত করা উচিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক নিজের সমস্ত অন্তর নিংড়ে নবীন প্রজন্মকে শিক্ষাঙ্গনে অনুপ্রাণিত করে চলেছে তাকেও আমাদের সমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে সম্মানিত করা দরকার।

সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীতে থাকা মানুষগুলো আমাদের কাছে নায়ক। কারণ এই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরাই সাফাইকর্মীর পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। সকল মলিনতা ও বর্জ্যকে নির্মূল করে সমাজকে শ্যামল করে তোলেন তারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ আজও এই সকল মানুষদের সম্মান করে না। এমনকি মানুষ বলেও তারা বিবেচনা করে না এদেরকে। ফলে বাড়তে থাকে শোষণ ও নিপীড়ন। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে এই সকল সাফাইকর্মী নিজেদের জীবনকে কার্যত বিপন্ন করে দেশকে স্বচ্ছ রেখে চলেছে। তাই আগামীতে এই সকল শ্রমজীবী মানুষকেও নায়কের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের মতন তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে জীবনধারণের জন্য যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে যারা নিরন্তন সমাজের কল্যাণে কাজ করে চলেছে তাদের প্রত্যেককেই নায়কের মর্যাদা এবং সর্বোপরি সেলিব্রেটির মর্যাদা দেওয়া উচিত। এই সকল মানুষরা যাতে এক সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন পায় সেটা দেখাও সমাজের বাকি অংশের কর্তব্য। সীমান্তে প্রহরার জন্য যেভাবে সেনা জওয়ানরা নিষ্ঠা সহকারে দেশকে রক্ষা করে চলে তা কুর্নিশ যোগ্য। একই ভাবে যখন একজন কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায় তখনও তার শ্রমকে সমাজের বাকি অংশের কুর্নিশ জানানোর প্রয়োজন। কিন্তু দেনার দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা আমাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। ছিঁচকে চুরি এবং ডাকাতির খবরের মতই এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে যখন একটি কৃষকের আত্মহত্যার খবর ছাপা হয় তখন আমাদের দেশ ও সমাজের মাথা নত হয়। আমাদের সাফল্য এবং গগনচুম্বী অহংকারের দম্ভ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে। তাই কৃষকদেরও ভাল থাকাটা প্রয়োজন। কারণ তারাই প্রকৃত রবিনহুড।

তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সামান্যই অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। তা সত্ত্বেও যে চিকিৎসক ও নার্স প্রতিকূলতার মধ্যেও নিরন্তর রোগীদের সেবা করে চলে তারাও আমাদের প্রকৃত নায়ক।

সত্যজিৎ রায় তার নায়ক ছবিতে যে চিত্রাভিনেতা কথা তুলে ধরেছিলেন সে তার নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার জগতেই মগ্ন। কিন্তু আমাদের প্রকৃত নায়কেরা সমাজ সেবায় মগ্ন।

কিন্তু তাই বলে কি চিত্রাভিনেতাদের কোন ভূমিকায় থাকবে না। এমনটাও আবার হতে পারে না। পরেশ রাওয়াল দাবি করেছেন যে চলচ্চিত্র সঙ্গে যুক্ত লোকেদের আমরা শুধু বিনোদনকারী হিসেবে মনে রাখবো। কিন্তু তেমনটা হলে চলচ্চিত্রের মূল লক্ষ্য পূরণ হবে না। এর বড় কারণ হচ্ছে বহু পরিচালক রয়েছেন যারা ছবির মধ্যে সমাজের বাস্তবতা সমাজের নির্মমতাকে ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্রবোদ্ধারা এই সকল ছবিগুলিকে আর্ট ফিল্ম বলে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এই ঘরানার ছবি সাধারন মানুষদের আরো বেশি করে দেখা প্রয়োজন। তাতে করে তাদের চেতনার উন্মেষ হবে। এই ধরণের ছবির সঙ্গে যুক্ত চিত্রভিনেতার থেকে পরিচালক সকলকেই সমাজচিন্তক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত আমাদের। আর সমাজের চেতনাকে বিকশিত করতে নিরন্তন প্রতিটা মানুষকে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

ভিকিকে ক্যাটরিনার শুভেচ্ছা

শনিবার ছিল "উড়ি"র অভিনেতা ভিকি কৌশালের জন্মদিন। সারাবিশ্বের মত বলিউডের তারকারাও আছেন লকডাউন অবস্থায়। আছেন ভিকিও। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে থেমে থাকেনি তার জন্মদিনের ভার্চুয়াল উদযাপন।যারা যারা অন্তর্জালে ভিকিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেনে তাদের মধ্যে ক্যাটরিনা কাইফ একটু বিশেষ করে নজর কেড়েছেনই বটে।কারণ বলিউডে জোর গুঞ্জন আছে যে ভিকি আর ক্যাটরিনা এখন চুটিয়ে প্রেম করছেন।ঢাকঢোল পিটিয়ে রনবীর কাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ক্যাটরিনাকে নিয়ে নানা রকমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।কিন্তু ভিকিতে এসেই যেন স্টেশন পেল গুঞ্জনের রেলাগাড়ি।শোনা গেছে এরমাঝেও লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যাটের বাড়ি ঘুরে এসেছেন ভিকি।ক্যাটরিনা অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বরাবরের মতই তিনি চুপ। জন্মদিনেও কোনও ছবি পোস্ট করেননি।উড়ি সিনেমার জনপ্রিয় সংলাপের আদলে লিখেছেন 'মে দ্যা জোশ অলয়েজ বি হাই' আর পোস্ট করেছেন ভিকির একটি এনিমেশন - থ্রিডি ছবি।লকডাউনের পর এই জুটি জোরেশোরেই জনসম্মুখে আসবে বলে ধারনা করছে বলিউড।

ময়নাতদন্ত না হলে এবার পরিবার পাবে করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যত দিন যাচ্ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। শহর জুড়ে যেন জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য অচেনা এই ভাইরাস। এতদিন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হলে পরিবার পেতোনা করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ। তবে, এবার থেকে করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ পাবে পরিবার যদি না ময়নাতদন্ত করতে হয় বুধবার এমনটাই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

ইতিমধ্যেই করোনায় মৃতদের চিতাভস্ম পরিবারকে দিতে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভার। এবার করোনায় মৃতের দেহও পাবে পরিবার। জানা যাচ্ছে, ময়নাতদন্ত করতে না হলে এবার থেকে পরিবারকে দিয়ে দিতে হবে করোনায় মৃতের দেহ এদিন এমনটাই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। তবে,সেক্ষেত্রে দেহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করে পরিবারকে দিতে হবে। যথাযোগ্য সতর্কতা নিয়েই দেহ হস্তান্তর করতে হবে।শেষকৃত্যের জন্য হাসপাতাল থেকেই দেহ নিয়ে যাওয়া হবে।

করোনা আক্রান্ত রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন

মাথাভাঙ্গা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার করোনা সংক্রামিত হলেন রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। বুধবার তাঁর র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, বর্তমানে নিজের মাথাভাঙ্গার বাসভবনে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন বিনয়বাবু।

সম্প্রতি তিনি বিধানসভায় কেবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর গতকালই তিনি কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি মাথাভাঙ্গার উনিশবিশায় একটি পথসভা করেছেন। বিনয়বাবু বলেন, ‘আমার কোনও উপসর্গ নেই। তবে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী হোম আইসোলেশনে রয়েছি। সম্প্রতি যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি।’

করোনায় মৃতদের অস্থি চিতা ভস্ম সংগ্রহ করতে বিশেষ পাত্র দিচ্ছে পুরসভা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনায় মৃতদের অস্থি চিতাভস্ম সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ পাত্র তৈরি করেছে কলকাতা পুরসভা। এছারাও এই ভস্ম নিতে হলে আগের থেকে আবেদন জানাতে হবে মৃতের পরিবারকে।বুধবার এমনটাই জানালেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ। সেক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রারের কাছে চিঠি দিতে হবে মৃতের পরিবার কে। ডেট সার্টিফিকেট নিতে আসার সময় চিতা ভস্ম তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। এই গোটা প্রক্রিয়ার জন্য কোন রকম টাকা নেওয়া হবে না মৃতের পরিবারের কাছ থেকে। যদি কেউ ফায়দা লোটার চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ ও ওএসডি হেল এর নম্বরে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।

একই সঙ্গে এদিন অতীন বাবু জানান, “কলকাতা পুরসভার আওতাধীন সমস্ত এলাকাজুড়ে আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছেন। এই সার্ভেতে দেখা হচ্ছে কলকাতায় কতজন মানুষের কমোরবিদিটি আছে। ইতিমধ্যে চার লক্ষ মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছে এই সার্ভেতে। তার মধ্যে এক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে কমোরবিদিটি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীকালে এদের যদি করোনা হয়, তাহলে আগের থেকেই পুরসভা জেনে যাচ্ছে তাদের কি কো মর্বিডিটি আছে, সেই অনুযায়ী টেলিমেডিসিন দিতে সুবিধা হবে। এছাড়াও রোগী দ্রুত সঠিক চিকিৎসা পাবেন”।

পাশাপাশি আগের বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু অবস্থা অনেক উন্নত বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, “সংক্রমণ অনেকটাই কম। তারমধ্যেও সার্ভে করে কলকাতার চারটি ওয়ার্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৭,৮,৯,১০ এই চারটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা রয়েছে। ওই সমস্ত ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর দের নিয়ে হেলথ অফিসারেরা বৈঠক করবেন”। পরবর্তীকালে অন্যান্য ওয়ার্ডের ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিলে, সেখানকার কো-অর্ডিনেটররা চাইলে সশরীরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আসার কথা জানান অতীন ঘোষ।

কালচিনি নদী থেকে শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কালচিনি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান লাগোয়া বাসরা নদী থেকে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার ওই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অখিলেশ কুমার (৩৩)। বিহারের বাসিন্দা ওই যুবক ভুটানের পাসাখা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের কাজ করতেন। এদিন খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। তাঁর প্যান্টের পকেটে রাখা পরিচয়পত্র দেখে পুলিশ ওই যুবকের নাম ও পরিচয় জানতে পারে। পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাড়ি ফেরার তাগিদে ওই যুবক ভুটান প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই সম্ভবত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় নদীতে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত যুবকের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুলিশের তরফে মৃতের পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পেঁয়াজের দাম আর বাড়বে না, আশ্বাস টাস্ক ফোর্স সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মধ্যবিত্তের হেঁসেলে এখন আগুন। একদিকে আলুর দাম চড়েছে তেমনই পেঁয়াজের দামও আকাশ ছোঁয়া।হোল সেল মার্কেটে পেঁয়াজ ৩০ টাকা কেজি দরে বিকলেও খুচরো ব্যবসায়ীরা কোথাও ৩৬ টাকা আবার কোথাও ৪০ টাকা দরে তা বিক্রি করছেন। তবে পেঁয়াজের দাম আর বাড়বে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন টাস্ক ফোর্স সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে।

এদিন রবীন্দ্রনাথ বাবু বলেন, “দক্ষিণ দিক থেকে যে পেঁয়াজ আসে সেখানে মশার সমস্যা হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই জন্য দাম বাড়ছে। গতকাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে সরকার যা পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে আর পেঁয়াজের দাম বাড়বে না। নাসিকের বৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য পেঁয়াজের দাম বাড়ছে তবে আর বাড়বেনা। পেঁয়াজ নিয়ে যে গাড়িগুলো রপ্তানির জন্য বর্ডারে গেছে সেগুলি যেহেতু আর রফতানি হবে না তাই সে গুলি ফেরত আসবে সুতরাং যোগান বেশি থাকবে তাই দাম কমবে”। গত বছরের মত পেঁয়াজের দাম এত বাড়বে না বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে আলুর দাম নিয়েও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আড়াই মাস সময় আছে নভেম্বর পর্যন্ত কোল্ডস্টোরেজ থেকে বের করা যাবে আলু তাই ব্যবসায়ীদের বলব যাদের আলু এখন বের করার বের করে নিন। সরকার যে দামে বলছে সেই দামে আলু বিক্রি করুন। এরপর আলুর দাম একেবারেই পড়ে যাবে তখন আলু কেনার লোক থাকবে না”। এরপরেই তাঁর হোল সেল ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন, “ আলু কোল্ড স্টোরেজে আটকে না রেখে সেগুলি বাজারে ছেড়ে দিন। সরকারের কথা মান্যতা দিয়ে আলুর দাম সঠিক রাখুন”।

করোনা আবহে মহালয়া, কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র অপেক্ষা অল্প কিছু সময়ের। আর তারপর শহরে ঘরে ঘরে শোনা যাবে বীরেন্দ্র ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। কারণ রাত পোহালেই পিতৃপক্ষের অবসান ঘটে সূচনা হবে মাতৃ পক্ষের। কারণ আগামীকাল বৃহস্পতিবার মহালায়া। মহালয়া মানেই গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে তর্পনের জন্য জমবে ভিড়। তবে, করোনা আবহে তৎপর পুলিশ। করোনাকালে মহালায়ার আগেই আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে কলকাতা পুলিশ।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় একপ্রকার কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। কিন্তু এরই মাঝে সময় বয়ে যাচ্ছে এরই মাঝে এসে গেল মহালায়া। মহালায়া মানেই বাঙালির মুখে হাঁসি ফোটে কারণ বাঙালি বুঝে যায় দুর্গা পুজো আসছে আর বেশি দেরি নেই। তবে প্রতি বছরই মহালয়ার দিন ভোর থেকেই গঙ্গার প্রতিটি ঘাটে তর্পনের জন্য ভিড় জমায় শহরবাসী। এই বছরের কঠিন পরিস্থিতি দর্পণের ক্ষেত্রে রাখা হবে নজর। ইতিমধ্যেই গঙ্গার ঘাটে গোল দাগ কেটে দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। জনগণকে সচেতন করতে দূরত্ব বজায় রাখতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই মাইকে ঘোষনা করবে কলকাতা পুলিশ। দুর্ঘটনা এড়াতে করা হচ্ছে আলোর ব্যবস্থা। কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে নজরদারি চালাবে রিভার ট্রাফিক পুলিশ। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে একাধিক ঘাট। ঘাটের সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশ।

তৃণমূলে ডব্লুবিডিএফ চিকিতক সংগঠন যোগদান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন: ইন্দ্রনীল খান

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): তৃণমূলে যোগদান করল ডব্লুবিডিএফ চিকিতক সংগঠন। বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সংগঠনের চিকিতক ও দুই প্রাক্তন বিজেপি নেতার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন দলের মহা সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। হঠাত করে ডব্লুবিডিএফ চিকিতক সংগঠন কেন তৃণমূলের হাত ধরল তা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিলেন সদ্য প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিতক ইন্দ্রনীল খান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ”কোন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় ডাব্লুবিডিএফের মত চিকিত্যক সংগঠন তৃণমূলের হাত ধরল, তা জানা নেই?”

এদিন তৃণমূল ভবনে ডাব্লুবিডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি বিশিষ্ট চিকিতক ডাঃ কৌশিক চাকী, রেডিওলজির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ডাব্লুবিডিএফের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ড: রেজাউল করিম, প্রবীণ রাজনীতিবিদ শিক্ষক ও প্রাক্তন বিজেপি নেতা আইনুল হক, প্রাক্তন বিজেপি নেতা এবং বর্তমানে বুধবুদ হিন্দি হাই স্কুল, গালসি, পূর্ব বর্ধমানের একজন শিক্ষক সুন্দর পাসওয়ান যোগদান করেন। এরা সকলেই নিজেদের পেশার পাশাপাশি সমাজ কর্মী হিসেবে পরিচিত।

যোগদান পর্ব শেষ হতেই সোশাল মিডিয়ায় নিজের ট্যুইটর হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দেন বিশিষ্ট চিকিতক ইন্দ্রনীল খান। তার মতে পুর বিষয়টা অনৈতিক। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ”তবে আমি একটা কথাই বলব- চিকিৎসকদের আন্দোলন কোনও ব্যক্তি বা কোনও নির্দিষ্ট সংস্থার উপর নির্ভর করে না। ডাব্লুবিডিএফ টিএমসিতে মিশতে পারে। কিন্তু এতে চিকিতা ভ্রাতৃত্বকে জন স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কিত সমস্যা উত্থাপন থেকে বিরত রাখবে না। তবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্বেগজনক বিষয়গুলির জন্য চিকিতকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।”

ধূপগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত পঞ্চায়েত কর্মী

ধূপগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি এলাকার এশিয়ান হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পঞ্চায়েত কর্মীর। মৃতের নাম করিমুল রহমান(৫৮)। ঘটনাটি ঘটে বুধবার বিকেলে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ি ফেরার পথে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই পঞ্চায়েত কর্মীর। এদিন বিকেলে ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া ও ঝুমুরের মাঝামাঝি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়ক পদে চাকরি করতেন। এদিন দপ্তরে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে ঢুকেছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। এশিয়ান হাইওয়েতে ওঠার পরই বাইকে বাসের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় করিমুলের। খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। একই সঙ্গে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করে। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, বাসটিকে আটক করা হয়েছ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

কৃষিক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কটাক্ষ জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, কৃষকদের সুবিধার্থে সংসদে তিনটে বিল পাশ হতে চলেছে। ফসল উৎপাদন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ এর ক্ষেত্রে সরকারের এই পদক্ষেপ কৃষকদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু কংগ্রেস এর বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে।

বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার প্রথম এবং দ্বিতীয় কার্যকালে যেসব গরিব, কৃষক, শ্রমিক, বঞ্চিত এবং শোষিতদের সমাজের মানুষদের মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য কাজ করে গিয়েছেন।এই সকল মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকে পরিকল্পনা এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে কৃষকদের সুবিধার্থে তিনটি বিল পেশ করা হবে সংসদে। এই তিনটি বিল নিয়ে লোকসভা এবং রাজ্যসভার চর্চা হবে।ইতিমধ্যেই তিনটি বিলের মধ্যে অন্যতম অত্যাবশ্যক পণ্য (সংশোধিত) ২০২০ গত মঙ্গলবার লোকসভায় আলোচনা হওয়ার পর পাশ হয়।বাকিগুলির উপর আলোচনা হবে।কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য এই তিনটি বিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।কৃষকেরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজের ফসলের দাম পাবে। দূরদৃষ্টি সহকারে এই বিলগুলিকে তৈরি করা হয়েছে। এই বিলগুলির বিরোধিতা করে কংগ্রেসের দ্বিমুখী নীতি প্রকাশ্যে চলে এসেছে।সব বিষয়ে কংগ্রেস রাজনীতি করতে তৎপর।রাজনীতি ছাড়া কংগ্রেস আর কিছু চেনে না ও জানে না।

নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর এক আধিকারিকের শরীরে মিলল করোনা

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য এর সঙ্গে মাদকের সংযোগ নিয়ে তদন্ত করা নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর এক আধিকারিকের শরীরে বুধবার করোনা সংক্রমণ মিলেছে। এর জেরে তাকে তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তার সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদের কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই তদন্তকারী দলের সকল আধিকারিকদের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পৌরসভার তরফ থেকে নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর মুম্বই কার্যালয় শোধন করা হয়েছে। এদিন নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর তরফ থেকে সুশান্ত সিং রাজপুতের ম্যানেজার শ্রুতি মোদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু এক আধিকারিকের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার খবর সামনে আসার পরই মাঝপথে জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করে শ্রুতি মোদীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে এখনো পর্যন্ত প্রয়াত অভিনেতার মৃত্যুর সঙ্গে মাদক সংযোগের তদন্তে নেমে ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো। এর মধ্যে রয়েছে রিয়া চক্রবর্তী।

বেহিসাবি সম্পত্তির মালিক কৌশিকের বিরুদ্ধে কেন সিবিআই তদন্ত হচ্ছে না, মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা ঘোলাটে, বক্তা প্রদীপ দত্তরায়

শিলচর (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বেআইনি সিন্ডিকেট গড়ে অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই। তাঁর বিরুদ্ধে বারবার সিবিআই তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেন সিবিআই তদন্ত হচ্ছে না বুঝতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে ‘শূন্য সহনশীল’ মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও ঘোলাটে বলে মনে করছেন সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

গতকাল কাছাড়-বিজেপির কতিপয় সাধারণ কর্মী এবং দলের সদ্যপ্রাক্তন পদাধিকারীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে কাছাড় জেলা বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বে বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন। জেলা সভাপতি কৌশিক রাই দলে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন বলেও বহু তথ্য সাংবাদিকদের কাছে খোলাখুলি তুলে ধরেছিলেন তাঁরা। দলেরই কতিপয় কার্যকর্তার বিস্ফোরক অভিযোগগুলি সামাজিক এবং সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রচার ও প্রকাশিত হওয়ার পর কাছাড় জেলা বিজেপি মহলে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আজ ওই সব বিক্ষুব্ধদের সুরে ফের বিজেপির জেলা সভাপতি কৌশিক রাইয়ের বিরুদ্ধ মুখ খুলে দলের কর্মীমহলকে উস্কে দিয়েছেন আকসা নেতা প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ বলেন, কাছাড় জেলা বিজেপির বর্তমান অধিকাংশ নেতা আপাদমস্তিষ্ক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সিন্ডিকেটরাজের মালিক হিসেবে কাজ করছেন। জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই সিন্ডিকেটের টাকা দিয়ে নিজের অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি বেহিসাবি সম্পত্তি গড়েছেন। ইতিমধ্যে প্রদীপবাবু অবশ্য উল্লিখিত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। ইদানীং খোদ একাংশ প্রকৃত বিজেপি কার্যকর্তা দলের অভ্যন্তরে চলমান অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন করে বর্তমান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বরাক উপত্যকা মায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির পিতামহ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, প্রাক্তন বিধায়ক বিমলাংশু রায়, একনিষ্ঠ বিজেপি নেতা উদয়শংকর গোস্বামী, অজিত ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিবর্গ নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠা ও নিরলসভাবে দলের স্বার্থে আজীবন কাজ করেছেন। কংগ্রেস আমলে বিজেপির যখন দুর্দিন, সে সময় কর্মীদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চলছিল। তখন এঁরা বিজেপির ঝান্ডা ধরে রেখেছিলেন। অথচ বর্তমানে দলে তাঁরা অবহেলিত, অবজ্ঞা করা হয়। চাকরি, ব্যবসা বা ঠিকাদারি কোনও সুযোগ পাচ্ছেন না দলের একনিষ্ঠ কর্মীরা। আজ বিজেপির আদর্শে উৎসর্গীকৃত বহুসংখ্যক কর্মী নেতা রীতিমতো না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এমন-কি, বহু বিজেপি কর্মী চিকিৎসা করারও টাকা পাচ্ছেন না। বর্তমানে কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বিজেপিকে কুক্ষিগত করে সমস্ত ক্ষমতা উপভোগ করছেন। কয়লা সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে সুপারি, পাথর, বালি, পোস্ত, গরুর সিন্ডিকেট সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন কৌশিক রাই ও তার ঘনিষ্ঠরা। বরাক বিজেপির পিতামহ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ সবকিছু জেনে ও দেখেও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি কেন নীরব তা বরাক উপত্যকার মানুষ বেমালুম উপলব্ধি করতে পারছেন। তবে আগামী ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই কবীন্দ্রবাবু হয়তো মুখ খুলবেন, এমন ধারণা প্রদীপ দত্তরায়ের।

বিস্ফোরক প্রদীপের অভিযোগ, সিন্ডিকেটের টাকা দিশপুর পর্যন্ত যায়। এই সিন্ডিকেটের জন্য অসম সরকার কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে। সব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, অসম সরকার এই সিন্ডিকেট কেলেঙ্কারি প্রতিরোধ করতে প্রদত্ত স্মারকপত্রে তাঁরা বকেয়া মেটানোর পাশাপাশি তাঁদের সায়ী কর্মসংসানের ব্যবসা গ্রহণের দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কৃপাদৃষ্টি কামনা করেছেন।

মহালয়া, বিশ্বকর্মা ও দুর্গা পূজায় বিধিনিষেধ জারি ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন এবার ডিমা হাসাও জেলায় কোনও ক্লাব বা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি পুজোর আয়োজন করছে না। তবে জেলার মন্দিরগুলিতে প্রথা অনুযায়ী শুধু নিয়ম মেনে মায়ের পুজো করা হবে। তাছাড়া পুজোর তিনদিন মন্দিরে বেশি ভক্তের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মন্দিরে দুর্গার পুজো অনুষ্ঠিত হলেও মন্দির কর্তৃপক্ষকে কোভিড প্রটোকল মেনে তা করতে হবে। তবে অবশ্যই পুজোর জন্য জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্দির কর্তৃপক্ষের।

জেলা প্রশাসন এ সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে কোনও রান্না করা বা ভেজা প্রসাদ বিতরণ করা যাবে না। ছোট প্রতিমা গড়ে মন্দিরগুলিতে নিয়ম মেনে পুজোর পর্ব সম্পন্ন করতে হবে। একই নির্দেশ পালন করতে হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিশ্বকর্মা পুজোয়ও।

তাছাড়া বিশ্বকর্মা পূজার দিনই মহালয়া। তাই মহালয়ার সকালে একাধিক ব্যক্তি এক সঙ্গে কোনও জায়গায় জমায়েত হতে পারবেন না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে তিনজন ব্যক্তির চলাফেরার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। অবশ্য মুখে মাস্ক পরিধান, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক বলেও সতর্ক করা হয়েছে। তাছাড়া যে সব জায়গায় বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হবে সে সব জায়গায় ১৫ জনের বেশি জনসমাগমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা পূজার পরের দিন প্রতিমা নিয়ে গাড়িতে করে শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া কোনও ধরনের লাউড স্পিকার, রাস্তার পাশে গেট বা আলোকসজ্জা বা স্টল বসানোর উপরও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুকনো প্রসাদ ছাড়া কোনও রান্না করা বা ভেজা প্রসাদ বিতরণ করা যাবে না বলে বুধবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। এই নির্দেশ বুধবার সন্ধ্যা ৫.০০ টা থেকে সমগ্র জেলায় কার্যকর হবে বলে নির্দেশিকায় লিখেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

লকডাউন প্রসঙ্গে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : লকডাউন করে করোনাকে কি রোধ করা গিয়েছে?রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষকে উদ্দেশ্য করে এই প্রশ্নই ছুড়ে দিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা। কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে আনন্দ শর্মার দাবি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে করোনার বিরুদ্ধে লকডাউনকে কার্যকারী অস্ত্র হিসেবে দেখিয়েছিল সরকার?

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দাবি করেছিলেন লকডাউনের জেরে ১৪ থেকে ২৯ লক্ষ আক্রান্তের সংখ্যা কমানো গিয়েছে। এমনকি ৩৭ থেকে ৭৮ হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানো গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুধবার আনন্দ শর্মা জানিয়েছেন কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপর ভিত্তি করে এমন দাবি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে আনন্দ শর্মা বলেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে তার তথ্য প্রকাশ করুক কেন্দ্র। পাশাপাশি আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে কেন্দ্র যে সত্যটা লুকোচ্ছে সেটাও এদিন দাবি করেছেন বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা। আনন্দ শর্মার দাবি পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন দেশের বিভিন্ন শহর থেকে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছিল তখন পথদুর্ঘটনায় অনেকে প্রাণ হারিয়েছিল তাদের খতিয়ান কেন দিচ্ছে না সরকার।

মেঘালয়ে ৪০০০ অতিক্রম করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যু মোট ২৯ জনের

শিলং, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা চার হাজার অতিক্রম করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১৭২ জনের দেহে করোনা ভাইরাস হামলা করেছে বলে জানা গেছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,০৩৭। এছাড়া গতকাল বিকেল সাড়া তিনটা নাগাদ শিলং সিভিল হাসপাতালে ৬৭ বছর বয়সি জনৈক গোপালচন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়েছে করোনার হামলায়। গোপাল দাস মূলত ডাযাবেটিস এবং হাইপার টেনশনের রোগী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে করোনায় নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৯ জনে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে গত নয়দিনের মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ অতিক্রম করেছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজ্যে সুস্থ হয়েছেন মোট ২,১৯০ জন। এছাড়া এখনও সক্রিয় ১, ৮১৮ জন রোগী রয়েছেন। এ পর্যন্ত কোভিড টেস্ট হয়েছে ১.২ লক্ষের।

মণিপুরে করোনার বাড়বাড়ন্ত, সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ৮২১০, মৃত্যু মোট ৪৭ জনের

ইমফল (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ৩১ লক্ষ তিন হাজার জনসংখ্যার মণিপুরে দুরন্তগতিতে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা। এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮, ২১০। এছাড়া ঘাতক সংক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছেন মোট ৪৭ জন। গত ৩২ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন ২২৪ জন সাধারণ নাগরিক এবং ১৫ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানকে কোভিড সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এতে রাজ্য সরকারের উদ্বেগ বেড়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রের আরও খবর, করোনায় আক্রান্ত রোগীর সর্বাধিক সংখ্যা পশ্চিম ইমফল, পূর্ব ইমফল, থউবাল, উখরুল, কাকচিং, চুড়াচাঁদপুর এবং বিষ্ণুপুর জেলায়। অধিকাংশ করোনা সংক্রমিতের কোনও ভ্রমণ ইতিহাস নেই।

স্বাস্থ্য দফতরের সূত্রটি জানিয়েছে, ৮,২১০ জনের মধ্যে ১,৮৪৫ জন সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের আধিকারিক ও জওয়ান। আক্রান্ত মোট ৮,২১০ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছেন ৬,৪১৮ জন। সক্রিয়া ১,৭৪৫ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে। এ পর্যন্ত দুই লক্ষ স্যাম্পল টেস্ট হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নতুন ৩০ হাজার জনকে সামাজিক ভাতা দেওয়া হবে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নতুন ৩০ হাজার জনকে সামাজিক ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে নতুন ৩০ হাজার জনকে ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, গৃহ সহায়িকা ভাতা সহ ২০টি ক্যাটাগরিতে নতুন এই ৩০ হাজার ভাতা প্রদান করা হবে। এরজন্য আবেদনকারীর বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীরা সিডিপিও কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে জমা দিতে পারবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে বয়সের প্রমাণপত্র, মহকুমা শাসক কর্ত'ক ইনকাম সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট, পি আর টি সি অথবা রেশনকার্ডের কপি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র টিনী করার পর তা ব্লকস্তরে প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, এডিসি এলাকাস্তরে বিএসি'র চেয়ারম্যান, নগর বা পুর এলাকাস্তরে চেয়ারপার্সন এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকাস্তরে রিকোমেণ্ডিং অথরিটি মেয়রের নিকট সুপারিশের জন্য পাঠানো হবে। রিকোমেণ্ডিং অথরিটির সুপারিশের পর সুবিধাভোগীদের চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য আবেদপত্রগুলি জেলাস্তরীয় নির্বাচন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে। জেলাস্তরীয় নির্বাচন কমিটিতে ৮টি জেলা থেকে ৮ জন বিধায়ককে চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, খোয়াই জেলার জন্য বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ধলাই জেলার জন্য বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, ঊনকোটি জেলার জন্য বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং, সিপাহীজলা জেলার জন্য বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, গোমতী জেলার জন্য বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক শঙ্কর রায়কে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন ৩০ হাজার জনকে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯১ হাজার জন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে ৩টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৪১ হাজার জন। বর্তমান রাজ্য সরকার ভাতার পরিমাণ ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করেছে। এরফলে বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৪২০ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, করোনা প্রকোপের সময় সামাজিক ভাতা প্রাপকদের ২ মাসের অগ্রিম ভাতা প্রদান করেছে সরকার। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভাতাপ্রাপ্ত ১ লক্ষ ৪১ হাজার জনকে করোনা প্রকোপের সময় অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।
সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার রাজ্যের ২২টি সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো অনলাইন প্রক্রিয়া চালু করেছে। ইতিমধ্যেই কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে ২৩ হাজার ২৩টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এরমধ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর প্রথম মেধা তালিকায় ১৩ হাজার ৮৬৪ জনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ও ত'তীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম মেধা তালিকায় যাদের নাম নেই তাদের পুনরায় অনলাইনে আবেদন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে তেলিয়ামুড়ায় মৃত্যু হল আরও এক জনের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী পুর এলাকায়। জানা যায় এলাকার বাসিন্দা গৌতম দেব ?বেশ কয়েকদিন ধরে সর্দি কাশি জ্বর সহ শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে ভুগছিলেন। খাওয়া দাওয়া এক প্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত সোমবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওনাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজন। সেখানে ঋঞ্জঝজ্জঙ্গক্ক-১৯ পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজেটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওনাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া কথা বলেন। এরই মধ্যে ওনার শ্বাস কষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মহাকুমা হাসপাতালে ছিল না অক্সিজেনের ব্যবস্থা। গুরুতর ভাবে অসুস্থ গৌতম দেবকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাবস্থাও করা যায়নি। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের লোকজনের। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজন মঙ্গলবার আগরতলা থেকে আসা এক চিকিৎসককে দেখান গৌতম দেবকে। ঐ চিকিৎসক ঔষধ লিখে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মঙ্গলবার রাতে আগরতলা থেকে আগত চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ঔষধ খাওয়ার পর শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। এবং গভীর রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গৌতম দেব। গৌতম দেবের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে নেমে এসেছে শোঁকের ছায়া।

জম্পুইজলা মহকুমাশাসক অফিস পরিদর্শন করলেন সিপাহীজলার জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার জেলাশাসকের দায়িত্ব নেওয়ার পর জেলার বিভিন্ন অফিস গুলো পরিদর্শন করছেন জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। মঙ্গলবার জম্পুইজলা মহকুমাশাসক অফিস পরিদর্শন করলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক। মহকুমা শাসক অফিসের প্রতিটি সেকশনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজকর্মের খোঁজখবর নেন জেলাশাসক। সরকারি বিভিন্ন কাজ গুলো কোন পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজগুলো হচ্ছেন হচ্ছে কিনা সেগুলো তদন্ত করেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে জেলাশাসক জানান পরিদর্শনকালে অফিসে ইন্টারনেট সহ আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব রয়েছে এগুলো অবিলম্বে সমাধান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শেষে জম্পুইজলা মহকুমাশাসক অফিসে পরিদর্শনকালে তার দেখা হয়েছে সন্তোষজনক বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে জাম্পুইজালা ইন্টারনেট সমস্যার কারণে সরকারি বিভিন্ন কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরেই লাটে। এখন দেখার জেলাশাসকের পরিদর্শনের পর আর কতদিন লাগবে ইন্টারনেট সমস্যা সমাধানে সেটা সময় বলবে।

১,৩৩,১১৯

আটের পাতার পর

ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,১১৩ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ১,৩৩,১১৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬,৬৫৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪,৩৮২,২৬৩-তে পৌঁছেছে।

রথীন্দ্র ভট্টাচার্য

আটের পাতার পর

এবং পরবর্তীতে করিমগঞ্জের ইতিহাস ছিল তাঁর ঠুঁটের ডগায়। প্রশাসন থেকে রাজনীতিবিদ সকলের কাছেই রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের বিকল্প নেই। আজীবন রাজনীতি করার পাশাপাশি বাঙালির অস্তিত্বের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলেন তিনি। দু-দুবার করিমগঞ্জ বিজেপির জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। আজীবন নিষ্কলঙ্কতার সাথে রাজনীতি করে গেছেন। দলের যখন কঠিন পরিস্থিতি, তখনও শক্ত হাতে বিজেপির ধ্বজা ছাড়েননি তিনি। অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দলের হাল শক্ত হাতে সামলেছেন রথীন্দ্রবাবু। বলতে গেলে করিমগঞ্জ বিজেপির এক মহীরুহ ছিলেন তিনি।
রাজনীতি ছাড়াও বহু সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সংগঠনের সাথেও সরাসরি জড়িত ছিলেন প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্য। বহু আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এই কয়দিন আগে, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে করিমগঞ্জের মানুষ যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন অনেকেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। বিগত কিছুদিন থেকে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তাঁর বাড়িতে ছুটে গেছেন বহু ইতিহাস জানতে। তাঁর মৃত্যুতে করিমগঞ্জ জেলার সকল স্তরের মানুষ গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই বলেছেন, রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের জায়গা পূরণ করা অসম্ভব। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে করিমগঞ্জের।
রথীন্দ্র ভট্টার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, এআইইউডিএফ-এর জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার, বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক বিজয় মালাকার, সিপিআইএম-এর জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী। করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব এবং প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জও রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

দৈনিক মৃত্যু

তিনের পাতার পর

সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫৯৩জন।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ৭১৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৬লাখ ৮হাজার ৫৩৪টি। এখন রাজ্যে ৭৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

করার নির্দেশ

তিনের পাতার পর

সেরামকে দিয়েছে ডি সি জি আই।গোটা পরিস্থিতির রিপোর্ট সেরামকে দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রতিষেধকের চাহিদার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে ভারতে।

মুখ্যমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

ব্যবস্থা করেছে সরকার। এই প্রকল্পের অধীনে ৪০ শতাংশ অর্থ আজ সুবিধাভোগীদের মধ্যে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অসমিয়া চলচ্চিত্র জগতে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের যে সমস্যা রয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তা সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
খানাপাড়ায় অবস্থিত অসম প্রশানিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পবন কুমার বরঠাকুর বক্তব্য পেশ করেছেন। রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা মন্ত্রী তথা অসম চলচ্চিত্র (অর্থ ও উন্নয়ন) নিগমের অধ্যক্ষ নবকুমার দলে এবং রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার কন্যা জ্ঞানশ্রী পাঠক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী, অসম রাজ্য চলচ্চিত্র (অর্থ এবং উন্নয়ন) নিগমের উপাধ্যক্ষ অভিজিৎ নাথ ছাড়াও বহু শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তর্পণ করি

দুইয়ের পাতার পর

তাদের জন্য তর্পণ করি। ভয়াবহ বন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য যেরকম বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমনকি মহারাষ্ট্রে যে সকল মানুষ প্রাণ হারিয়েছে চলুন তাদের স্মৃতিতে তর্পণ করি। বিনা চিকিৎসায় বা চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পেরে যেসব জীবন ঝরে পড়েছে আসুন তাদের জন্য তর্পণ করি। মানবিক মনুষ্যত্ব কতটা রয়েছে এই হৃদয়ে তার পরিচয় দেওয়ার সময় হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে। অঙ্গীকার করি চলুন অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো আমরা সবাই।

সংবাদ মাধ্যমও আজ হুমকির মুখে ঃ জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর।। গাটা রাজ্য তথা গন্ডাছড়া মহকুমার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার জিএমপি রাজ্য সভাপতি জিতেন চৌধুরীর সাংবাদিক সম্মেলন। এদিন দুপুর দেড়টায় সিপিএম গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের রাজত্বে সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী,ঠিকেদার এমনকি গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম ও তার সাংবাদিক কর্মীরা আজ হুমকির মুখে। বিপ্লব দেব সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে পারছে না। আর কেউ প্রতিবাদ করলেই তার কণ্ঠরোধ করা হয় এমনকি মারদোর, খুন খারাপি পর্যন্ত হতে হয়। তাই গনতন্ত্র রক্ষার্থে মিডিয়া কর্মীরা রাজ্যবাসীর কাছে বাস্তব চিত্রটা তুলে মানুষকে সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান জানান জিএমপি রাজ্য সভাপতি জিতেন চৌধুরী। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ চাকমা, সিপিএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, জিএমপি মহকুমা সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা।

গন্ডাছড়ায় বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে সেবা মূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টির রাইমাভ্যালি গন্ডাছড়া মন্ডলের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সত্তর তম জন্ম বার্ষিকীকে সামনে রেখে সারা ভারত সপ্তাহ ব্যাপী সেবা মূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বুধবার রইস্যাবাড়িতে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় ১৫০ জন জাতি, জনজাতিদের মধ্যে মাস্ক, সেনিটাইজার, সাবান বিতরন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

শারদীয়া দুর্গাপূজা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে।প্রীতি নিষেধ অমান্য করা হলে পুজো বাতিল করে দেওয়া হবে।

পিতৃপক্ষের অবসান এবং মাতৃ পক্ষের আগমন। মহালয়ার মধুতে সূচনা হবে মাতৃ পক্ষের। অন্যান্য বছর মহালয়ার ভোররাত থেকে প্রথম ভ্রমণ এ বের হতেন হাজার হাজার মানুষ। দীর্ঘকাল ধরেই এই রীতি নীতি প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে মহালয়ার মধ্য দিয়েই শারদীয় দূর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় থাকে।কিন্তু এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে মহালয়ার ভোররাতে পুণ্যার্থীদের প্রাতঃভ্রমণে বের হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এক বার্তায় মহালয়ার ভোররাতে প্রাতঃভ্রমণে বের না হওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রাতঃভ্রমণে বের হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণেই প্রাতঃ ভ্রমণে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।সরকারি নীতি নির্দেশিকা অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।সরকারি এই নীতি নির্দেশিকা যাদের ফলে স্বাভাবিক কারণেই মহালয়ার ভোররাতে অন্যান্য বছরের মতো এ বছর প্রাতঃভ্রমণ কারীদের যেমন আনাগোনা পরিলক্ষিত হবে না। প্রত্যেককেই ঘরে বসে মহালয়ার আনন্দ উপভোগ করতে হবে।

কৈলাসহরে

চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরাও ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তারা সুখের পিছু ধাওয়া করেন। তিনজন চরের মধ্যে একজনকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন স্থানীয় লোকজন। গণপ্রহারে ওই চোর গুরুতরভাবে আহত হন। গণপ্রহারে আহত চোর রাস্তায় অর্থ মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং কৈলাশহর থানা পুলিশ ছুটে এসে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। পালিয়ে যাওয়া দুই চোরকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।বাড়ির মালিক প্রদীপ সিনহা জানান তারা টের পেয়ে যাওয়ায় চোরেরা কোন কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। উল্লেখ্য ফুলতলী এলাকায় প্রায় কিছুদিন পরপরই এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব চুরির ঘটনায় বাংলাদেশ চোরেরা জড়িত রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

এভিবিপি

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেছেন।দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।তারা অভিযোগ করেছে করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা হতাশায় ভুগছে।এরই মধ্যে ভর্তি তালিকায় ছুটি ছুটি থাকায় তারা আরও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।ভর্তি তালিকায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য তারা জানিয়েছে।এবছর কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ছাত্র-ছাত্রীরাই যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

জনজাতিদের

● **প্রথম পাতার পর**

সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার অটল জলধারা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তিনি জানান, এই পর্যন্ত ১,৭৮,৯২৩টি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৯৮,৯০০টি পরিবার বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করে এ সমস্ত ব্লকে বসবাসকারীদের সার্বিক উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, জনজাতিদের ক'ষ্টি, সংস্ক'তি ও ঐতিহ্য সমাজব্যবস্থাকে একসাথে যুক্ত রেখেছে। জনজাতিদের ক'ষ্টি-সংস্ক'তির বিকাশ ও আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারির এই চ্যালে' মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক ব্যবহার, ভীড় এড়িয়ে চলা এবং সচেতনতাই করোনার প্রকোপ থেকে আমাদের নিস্তার দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। অনেকে হোম আইসোলেশনেও রয়েছেন। কিন্তু এই সময়ে সবচেয়ে বড় বিষয় হল নিজের অসুস্থতা লুকিয়ে না রাখা। কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নজরে আনতে হবে। প্রথমে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ আড়াল করে অন্তিম পর্যায়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার পর অ্যাম্বলেন্স কল করলে রোগীর ঝঁকি অনেক বেড়ে যায়।

সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, জনজাতি সমাজের একতা আমাদের গৌরব। সকলকে সাথে নিয়ে এই একতাকে আমরা আরও মজবুত করতে চাই। সমাজের উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই আমরা গড়ে তুলতে চাই 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'। অর্থনৈতিক, সাংস্ক'তিক, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প সহ সার্বিক উন্নয়নে জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের সহযোগিতা সহমত প্রয়োজন বলে মনে করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের ইতিহাস সহানুভূতির, সহিষ্ণুতার। একে আরও গৌরবান্বিত করতে চাই আমরা। সভায় জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনা করে যা যা করা সম্ভব সে বিষয়ে আন্তরিক উদ্যোগ নেবেন। এদিনের সভায় ১১টি জনজাতি সমাজের সমাজপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাইক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যাক্তি কোভিড-১৯পজিটিভ, দমকল ও স্বাস্থ্যকর্মিদের মধ্যে আতংক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বাইক ও লরির সংঘর্ষে আহত হয় এক ব্যক্তি। ঘটনা বিশালগড় থানাদিন গোলাঘাটি বাইপাস সংলগ্ন বিশালগড় এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আব্দুল হোসেন নামে এক ব্যক্তি গোলাঘাটি থেকে বাইকে করে বিশালগড় আসার পথে অপর দিক থেকে ১২ চাকার একটি লরির সঙ্গে সজোরে সংঘর্ষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইক চালক ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে।পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ছুটে এসে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় থাকা আব্দুল হোসেনকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে রেফার করে দেয় টিএমসি হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মৃত আব্দুল হোসেনের করোনা পরীক্ষা করা হয়। করোণা পরীক্ষার পর তার পজিটিভ আসে। মৃত আব্দুল হোসেনের পজিটিভ আসার কারনে বর্তমানে যারা যারা তার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দমকল বাহিনী থেকে শুরু করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক নার্স তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালের চিকিৎসক করোনা সংক্রমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতাল কর্তব্যরত একজন চিকিৎসকের করোণা সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাই বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতলে সেনিটাইজার করা হবে। ইমারজেন্সি ব্যতীত কোন পরিষেবা চালু থাকবে না বলে জানান এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস। বর্তমানে করোণা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তাতে গোটা ত্রিপুরাবাসী মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাছাড়া বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালেও করোনা সংক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুজন চিকিৎসকের করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হন। দুজনের মধ্যে একজন চিকিৎসক হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। অন্য আরেকজন চিকিৎসক কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারে থাকবে বলে জানা গেছে।

ঢাকায়

● **প্রথম পাতার পর**

সীমান্ত সম্মেলন শেষে বিএসএফ প্রতিনিধিদলের ঢাকা ত্যাগের কথা রয়েছে।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

সাত শতাধিক করোনা রোগীর সন্ধান মিলত না।

এ ধরনের পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে সরকারকে চাপে রাখতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বনধ ডাকা হয়েছে। আর সেই বনধ সকলে সাড়া দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।এদিকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা জানান, রাজ্যে আপামর জনগণের স্বার্থে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর বনধ -এর ডাক দেওয়া হয়েছে। সকাল ৬ টা থেকে ১২ ঘন্টা মাঠে নেমে বনধ পালন করা হবে। জরুরী পরিষেবা বনধ -এর আওতার বাইরে থাকবে বলে জানান তিনি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এস সি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বিজয় দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সোশ্যাল

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে সেই ব্যক্তি সুস্থ আছেন। কিন্তু নিয়মিত নেশা সেবন কারী, নেশা না পেলে কি অবস্থা হয় তাই এই ঘটনা বলে দিচ্ছে। বর্তমানে সেই ব্যক্তি সুস্থ রয়েছেন। অযথা মানুষকে বিভ্রান্ত না করার জন্য আহ্বান জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সোস্যাল মিডিয়া এখন অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। তাই এই মাধ্যমে যা দেওয়া হবে তা আগুনের মত ছড়ায়। তাই একজন দায়িত্বশীল এবং সু নাগরিক হিসাবে জেনে শুনে কিছু দেওয়ার জন্য বার্তা দেন তিনি।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সকলে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। কোন ভাবেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার মত বিষয় যাতে সোস্যাল মিডিয়াতে না দেওয়া হয় তার আহ্বান জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অক্সিজনের জন্য ছটপট করছে এই বিষয়টি সত্য নয় বলে জানান তিনি।

স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকেরা সমস্ত ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান। জিবির কোভীড ট্রিটমেন্ট সেন্টারে একটি নাম্বার মঙ্গলবার থেকে শুরু করা হয়েছে। এই নাম্বারে ফোন করে রোগির আত্মীয় পরিজন রোগির সম্পর্কে জানতে পারবেন। করোনা কোন দল ও ধর্ম দেখে হয়না। দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের প্রতি দায়িত্ব রাজনৈতিক দল গুলির রয়েছে।

এই মিথ্যা ভিডিও দিয়ে বিরোধীরা ছাড় পাবে না। মানুষ তাদের কাছে জিজ্ঞাস করবে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। জিবিকে ডাম্পিং ষ্টেশনে পরিণত করা হয়েছে বিগত সরকারের সময়। ১৫ শতাংশ মানুষ কাজ করে না। আর ১৫ শতাংশ কাজ জানেনা। তাদের পুনঃ বাসনের জন্য এখানে আনা হয়েছিল। মাত্র ৭০ শতাংশকে দিয়ে এই পরিস্থিতিতে কাজ করানো হচ্ছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ২৫ বছরের ডাম্পিং ষ্টেশনের পাপকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে এখন। এটা কঠিন কাজ। কিন্তু করা হবে বলে জানান জিবির রোগী কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

সামাজিক

● **প্রথম পাতার পর**

১১২ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ীরোগের সমস্যা জনিত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে এবং সন্তান প্রসব হয়েছে। এরমধ্যে ১১০ জনই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ১৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য জড়ে মাস্ক পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অভিযান চালানো হবে। প্রয়োজনে ফাইনও করা হবে।

তিনি জানান, গত ২৪ মার্চ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লকডাউন ও কার্ফু আইন অমান্য করার দায়ে ১০,৫৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৫২৬টি বিভিন্ন ধরণের যানবাহন আটক করা হয়েছে। এছাড়া জরিমানা বাবদ ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৫৫ টাকা আদায় হয়েছে। গত ২৯ জন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাস্ক না পড়ার জন্য ফাইন আদায় হয়েছে ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮০০ টাকা। এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২, ০৫১ জনকে। আসন্ন বিশ্বকর্মা পুজোর ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরোপ করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

রাজ্যে কোভিড-১৯ মহামারি সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে "দ্য ত্রিপুরা এপিডেমিক ডিজিস কোভিড-১৯ রেগুলেশনস, ২০২০" প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের অধীনে মাস্ক/মুখাবরণ পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইন ভঙ্গ করলে আই পি সি (১৮৬০-এর ৪৫) ১৮৮ ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমবার ধরা পড়লে ২০০ টাকা এবং পরবর্তী বারগুলিতে ৪০০ টাকা করে জরিমানা হবে। জনসাধারণকে মাস্ক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা/পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, মাস্ক/মুখাবরণ ব্যবহার না করার অপরাধে জেলা/পুলিশ প্রশাসন বহু লোককে জরিমানা করেছেন। প্রশাসনিক এতসব প্রচেষ্টার পরও মাস্ক পরিধান বা সঠিকভাবে পরিধান নিয়ে জনগণের মধ্যে অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকার রাজ্যে আগামী ১৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ "মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে" হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এই দুই দিন বিভিন্ন মিডিয়া, সংস্থা ও সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে মাস্ক/মুখাবরণ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যকলাপ ছাড়াও জেলা/পুলিশ প্রশাসন "দ্য ত্রিপুরা এপিডেমিক ডিজিস, কোভিড-১৯ রেগুলেশনস, ২০২০" কঠোরভাবে কার্যকর করবে। ফলে নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারীদের জরিমানা করা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সংখ্যক যৌথ ফ্লাইং স্কোয়াড তৈরি করবে, যেগুলি সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনটি কঠোরভাবে বলবৎ করার জন্য তৎপর থাকবে। আজ ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এক আদেশে এই সংবাদটি জানানো হয়।

Page - 6.pmd 1 9/17/2020, 3:13 AM

ক্রীড়াঙ্গন

বার্সার দুর্দশার কারণ জানতে কোচকে দেখালেন সুয়ারেস

চলতি মৌসুমে অ্যাওয়ে ম্যাচে বার্সেলোনার পারফরম্যান্স ভীষণ হতাশাজনক। সবশেষ সেল্তা ভিগোর মাঠে দুবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষে হতাশা লুকানোর চেষ্টাও করলেন না লুইস সুয়ারেস। প্রতিপক্ষের মাঠে বারবার কেন এমন ছন্দপতন?-এমন প্রশ্নের জবাবে কোচকে দেখিয়ে দিলেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। বললেন, সঠিক কারণ তাদেরই জানার কথা।'সুযোগ নষ্ট ও দুর্ভাগ্যের কারণে পয়েন্ট হারিয়েছে বার্সা'সেই সেল্তার মাঠে আবারও বার্সার হোঁচটলা লিগায় শনিবারের ম্যাচে দলের দুটি গোলই করেন সুয়ারেস। দুবার এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে গোল খেয়ে ২-২ ড্র করে ফেরে কাতালান ক্লাবটি।লিগের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট হারানোয় শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে বার্সেলোনার সামনে। গত ১৯ জুন সেভিয়ার মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছিল কাম্প নউয়ের দলটি।ছবি: বার্সেলোনাছবি: বার্সেলোনা এবারের লিগে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে হেরেছে ও ছয়টিতে ড্র করেছে বার্সেলোনা। এই ১১ ম্যাচের কেবল একটি ঘরের মাঠে; ডিসেম্বরে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ২-২ ড্র। প্রতিপক্ষের মাঠে কেন বারবার পয়েন্ট হারাচ্ছে বার্সেলোনা? ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন করা হয় সুয়ারেসকে। প্রশ্নটা দলের কোচদের করতে বলেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার।"এর উত্তরের জন্য আপনাদের কোচদের প্রশ্ন করতে হবে। কারণ, তারা এগুলো পর্যালোচনা করেন।""পয়েন্টগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য মৌসুমগুলোতে আমরা এভাবে পয়েন্ট হারায়নি।"

গত জানুয়ারিতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর মৌসুমে তার খেলার তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতিতে সুযোগ পেয়েছেন আবারও মাঠে ফেরার। দীর্ঘ দিন পর সেল্তা ম্যাচে পেলেন জালের দেখা, আসরে তার মোট গোল ১৩টি।কিন্তু, জোড়া গোল পাওয়ার ম্যাচেও দল না জেতায় অনুভূতিটা তেতো হয়ে রইল ৩৩ বছর বয়সী তারকার কাছে।"আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুই পয়েন্ট হারিয়েছি। আমাদের বাকি চারটি ম্যাচ জিততেই হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে, যেন (রিয়াল) মাদ্রিদ পয়েন্ট হারায়।

অনুভূতিটা হতাশার।"এই ড্রয়ে অবশ্য লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা। ৩২ ম্যাচে ২১ জয় ও ছয় ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৬৯। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের পয়েন্ট ৬৮। রোববার তালিকার তলানির দল এস্পানিওলের বিপক্ষে হার এড়ালেই শীর্ষে ফিরবে জিনেদিন জিদানের দল।

রিয়াল মাদ্রিদে রোনালদোর প্রভাব

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে কাটিয়েছেন ক্যারিয়ারের স্বপ্নের নয়টি মৌসুম। রিয়াল মাদ্রিদকে জিতিয়েছেন সম্ভাব্য সব কিছু; চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চারবার, লা লিগা দুইবারসহ অনেক শিরোপা। দলকে যেমন তুলেছেন সাফল্যের চূড়ায়, তেমনি ব্যক্তিগত অর্জনও তার আকাশছোঁয়া। একাধিকবার জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার, হয়েছেন ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা, গড়েছেন আরও অনেক রেকর্ড। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে বছর দুয়েক হলো মাদ্রিদ ছেড়ে তুরিনে পাড়ি দিয়েছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, তবে স্পেনের সফলতম ক্লাবটিতে তার সব অর্জন নিয়ে নিয়মিতই হয় চর্চা।২০০৯ সালের ২৬ জুন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে নাম লেখান রোনালদো। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রোনালদোকে পেতে রিয়ালের খরচ হয়েছিল সেই সময়ের রেকর্ড ৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। অনেকেই তখন বলেছিলেন, রোনালদোর জন্য বেশি খরচ করেছে রিয়াল। ২০১৮ সালে বের্নাবেউ ছেড়ে ইউভেন্তুসে যোগ দেন রোনালদো। এরপর ধীরে ধীরে তার শূন্যতা যেন শুধু বড়ই হয়েছে। সবাই যেন নতুন করে বুঝতে পারে, ফুটবলের জন্য, রিয়ালের জন্য কী অসাধারণ এক দলবদলই না ছিল পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড !রোনালদোর রিয়ালে যোগ দেওয়ার ১১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত শুক্রবার। ক্রীড়া উপাত্ত বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান অপটার পরিসংখ্যানে বিশেষ এই দিনে ক্লাবটিতে তার সাফল্য তুলে ধরেছে স্প্যানিশ পত্রিকা এএস। শুরুর বছরগুলো-অন্য উচ্চতার সন্ধানে

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থাকতে জিতেছিলেন ব্যালন ডি'অর। প্রতিভার প্রমাণ দিয়েই এসেছিলেন রিয়ালে। স্পেনের সফলতম দলটির হয়ে প্রথম মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৩ গোল করেছিলেন রোনালদো। ইংল্যান্ডে কাটানো ছয় মৌসুমে এর চেয়ে বেশি গোল করেছিলেন কেবল একবার।এটি ছিল স্রেফ শুরু। পরের মৌসুমগুলোতে যেন গোলের বন্যা বইয়ে দেন তিনি। রিয়ালের হয়ে তার কাটানো নয় মৌসুমের মধ্যে ২০০৯-১০ মৌসুমেই কেবল ৪০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে পারেননি। সময় যত গড়িয়েছে তার ম্যাচ খেলার সংখ্যা বেড়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখা আর ক্লান্তিহীন মৌসুমপ্রতি ৫০ এর বেশি ম্যাচ খেলার ব্যাপারগুলো ছিল অবিশ্বাস্য।

রিয়ালের জার্সিতে রোনালদো প্রথম শিরোপা জেতেন ২০১০-১১ মৌসুমে; কোপা দেল রে। ওই মৌসুমে ৫৪ ম্যাচে ৬৯ গোলে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ৫৩ গোল করা পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড অবদান রাখেন ১৬ গোলে। পরের মৌসুমে করেন ৬০ গোল, অ্যাসিস্ট ১৫টি। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে চার বছরের মধ্যে প্রথম লা লিগা শিরোপা জেতার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে খেলে রিয়াল।২০১২ সাল নাগাদ কেউ কেউ তাকে রাখতে শুরু করেন সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায়। পরের বছরগুলোতে এই দাবির পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে।সেরার পথে এগিয়ে যাওয়া দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রিয়ালের জন্য ছিল হাহাকারের এক নাম। নিজের প্রথম পাঁচ মৌসুমে টানা তিনবার শেষ চার থেকে বিদায় নেওয়ায় ইউরোপ সেরার শিরোপাটা বড় লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল রোনালদোর নিজের জন্যও।রিয়ালের অপেক্ষাটা ছিল আরও দীর্ঘ। ২০০১-০২ মৌসুমের পর থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের দশম শিরোপা বা 'লা দেসিমার' জন্য প্রহর গুনছিল তারা। প্রতীক্ষার অবসান হয় ২০১৩-১৪ মৌসুমে। সেবার রিয়াল জেতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও কোপা দেল রের 'ডাবল'। যেখানে বড় অবদান ছিল মৌসুমে ৬৫ গোলে যুক্ত (৫১ গোল, ১৪ অ্যাসিস্ট) থাকা রোনালদোর। ফাইনালে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। আসরে তার মোট গোল ছিল ১৭টি, যা প্রতিযোগিতার এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে এখনও।পরের চার মৌসুমে রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ঘরে তোলে আরও তিনবার। টানা তিন মৌসুমে জিতে করে হ্যাটট্রিক। তবে যেবার শিরোপাটা তারা পায়নি, সেই ২০১৪-১৫ মৌসুম ছিল ব্যক্তিগত সাফল্যে রোনালদোর সেরা। সেবার তিনি নিজে ৬১ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করান ২১টি। ওই তিন ফাইনালের কেবল একটিতে জালের দেখা পান রোনালদো, ইউভেন্তুসের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানের জয়ে করেন দুই গোল। এর আগের বছরের ফাইনালে টাইব্রেকারে দলের শেষ শটে বল জালে পাঠিয়ে আতলেতিকো সমর্থকদের হৃদয় ভেঙেছিলেন আরেকবার। রিয়ালের হয়ে তার সবশেষ দুই মৌসুমে রোনালদো জেতেন মোট আটটি শিরোপা। এই সময়ে গোল করেন তিনি ৮৬টি, ভাগ বসান তখন পর্যন্ত পাঁচটি ব্যালন ডি'অর জেতা লিওনেল মেসির রেকর্ডে। অসাধারণ পথচলায় রোনালদো হয়ে ওঠেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিশব্দ।

তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জামাল-সাবিনা

এশিয়ার তৃণমূল ফুটবলের উন্নয়নে এএফসির নেওয়া গ্রাসরুট চার্টারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনে আবেদন করার পরিকল্পনাও করছে সংস্থাটি। এর আগের কার্যক্রমে দেশের তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূইয়া ও সাবিনা খাতুনকে বেছে নিয়েছে বাফুফে।এক ভিডিও বার্তায় রোববার বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ জানান, এএফসির তিন ক্যাটাগরির মধ্যে ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিকল্পনার কথা।"এএফসির গ্রাসরুট চার্টারে তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে-ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড। ইতোমধ্যে এশিয়ার ২৮টি দেশ এই চার্টারে অংশগ্রহণ করেছে বা অংশগ্রহণ করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।আমরাও এ বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বরে এএফসির কাছে আবেদন করব, যেন আমরা ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। এর আওতায় আমরা তৃণমূলে কিছু কাজ সম্পাদন করতে চাই।""এজন্য দুজন অ্যাম্বাসেডর কাজ করবে-জামাল ভূইয়া ও সাবিনা খাতুন। তারা দুজনে সম্মতি দিয়েছেন। তাদের মূল কাজ হবে আমরা যে চারটি অঞ্চল বাছাই করেছি-ঢাকা, ফেনী, নীলফামারী ও মাদারীপুর-এই চারটি জোনে অ্যাম্বাসেডররা যাবেন এবং তাদেরকে তৃণমূল ফুটবল সম্পর্কে জানাবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন। যেন স্থানীয়রা তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, কীভাবে গ্রাসরুটের উন্নতি করে জাতীয় দলের উন্নয়ন করা যায়-সেগুলো দেখবেন।"বাফুফের মাধ্যমে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তৃণমূল নিয়ে কাজ করতে মুখিয়ে থাকার কথা জানান জামাল, সাবিনা দুজনেই। জামাল বলেন, "বাফুফেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায়। আমি গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ফুটবলার নিয়ে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।"

বিজ্ঞপ্তি

The Riang Customary Laws Bill, 2018 **বিলটি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক পাশ হওয়ার পর তা ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর পেয়েছে। TW Deptt উক্ত বিলটি পরিক্ষা নিরীক্ষা করার পর ইহা প্রথামিকভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছে, যে উক্ত বিলটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন, অদল-বদল, পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে উক্ত বিলটিকে চুড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য। অতত্রব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সামাজিক - রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, NGO আগ্রহী থেকে উক্ত Riang (Bn) Customary Laws, 2018 এর উপর যেকোন সংশোধনী প্রস্তাব, সাজেশান, মতামত জমা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে এবং আগামী ৩০/০৯/২০২০ ইং বিকাল ৫টার মধ্যেও নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে লিখিত আকারে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।**

অধিকর্তা
টিআরপি এন্ড পিটিজি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

ICD/C-496/2020-21

FINAL CLAIMAINT NOTICE

WHEREAS it has been reported by Sri Famkima Darlomg, Forester I/C, FPU Juri vide OR No. 21/FPU-Juri/2019-20 dated 24/11/2019 and endorsed vide No.F.19/DMCR-2019 /1887-89 dated 20/12/2019 Range Officer, Damcherra a vehicle was found in illegal carrying of Teak sawn timber measuring 0.407 cum on watyrfrorn Jalabassa area on 24/11/2019 at about 6.00 Pm & detained the loaded vehicle bearing registration No. (Ifiraruti Omni Van) 1.0 IP AND WHEREAS, while checking the vehicle bearing registration No. Nil (Maruti Omni Van) it revealed that the vehicle was carrying Teak timber measuring 0.407 cum without any valid documents & mark and therefore, sawn timber and vehicle were seized under Section 52 (1) of Indian Forest Act, 1927 and brought into the safe custody of the FPU Office Complex, Juri.

AND THEREFORE in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(86)/For/14469 dated 09/06,1987 and No.F.13(103)/For/Estt/20 4/50,233-297 dated 12/02/2015 of the Principal Secretary, Forest Department & No.F.7(310)/For/FP-2016/25,701-747 dated 15/11/2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura. as an Authorized Officer for the purpose under Sub Section 2 of Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. Nil (Maruti Omni Van) for its use in commission of Forest Offence U/S 26(F), 41 & 42 of the Indian Forest Act, 1927 and rules made there under by the Govt. of Triptira. Hence a Claimant notice as issued vide No.F.3-20/Maruti Omini Van/DFO(N)/DMN-2019- 20/16,836-845 dated 24/12/24119 and even No. 18,130-172 dated 03.02.2020 & No.2199-2229 dated 28/07/2020

NOW THEREFORE it is brought to the notice of the legal owner of the vehicle bearing registration No. Nil (Maruti Omni Van) to prefer his/her claim over the said machine. in writing. to the Authorized officer (District Forest Officer). North District, Dharmanagar within 30 (Thirty) days from the date of issue of this notice or through his her legally authorized person submitting all the relevant valid documents. in original, in support to his/her claim. -Fill such time. the vehicle bearing registration No. Nil (Maruti Omni Van) will remain under the safe custody of PI. Office Coffiplex. Juri.

If the authorized owner of the vehicle bearing registration No. NIl (Maruti Omni Van) fails to prefer nis her claim on any of the working, days within the stipulated period the decision regarding contitcation the same will be taken ex parte.

ICD/C-501/2020-21

(H. Vignesh IFS)
Authorisd Officer
Director Forest Office
North Districst, Dharmanagar

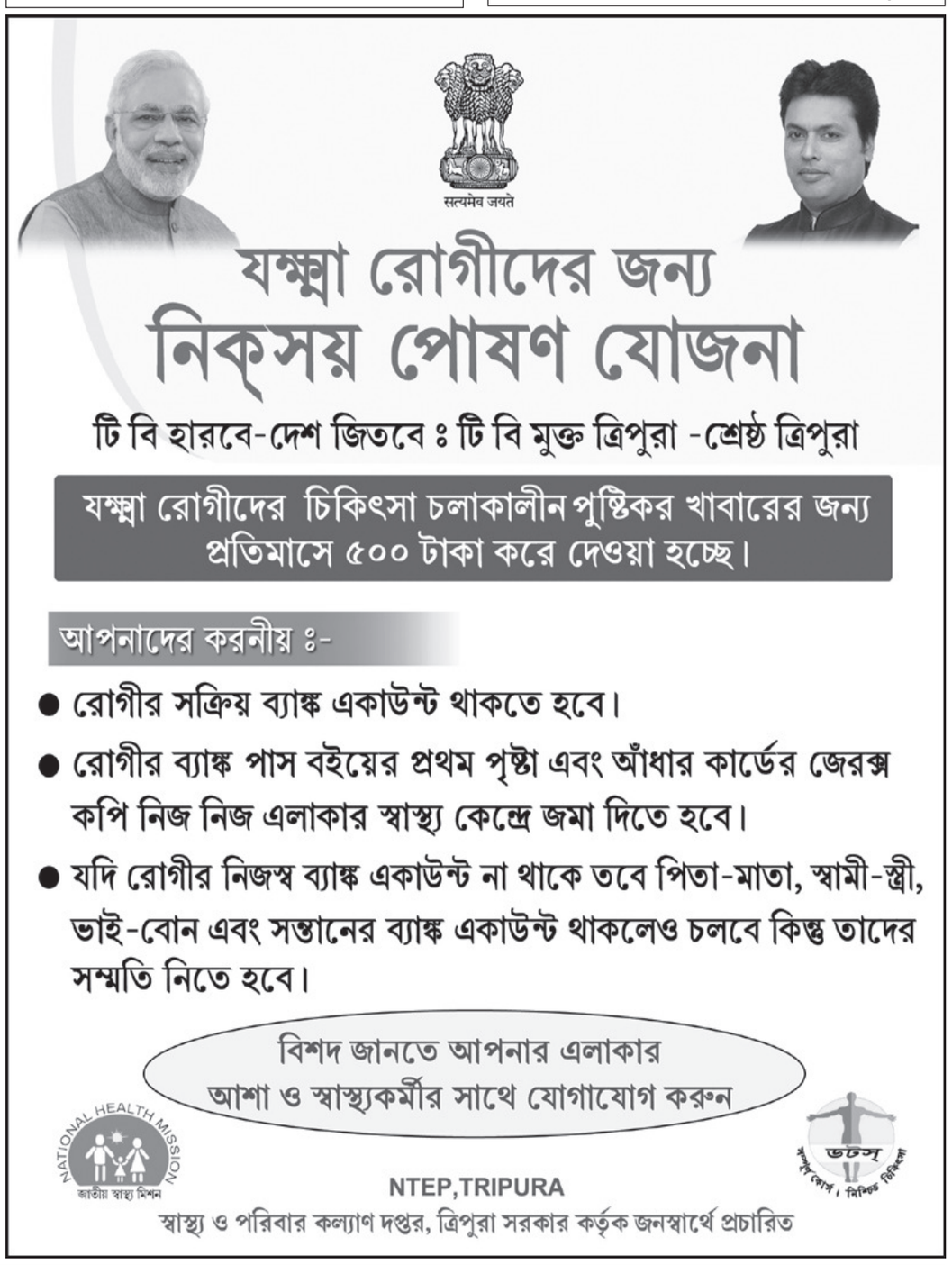

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

তিনিই "প্রকৃত" বিল গেটস, বাবার প্রয়াণে স্তব্ধ মাইক্রোসফের সহ-প্রতিষ্ঠাতা

ওয়াশিংটন, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন বিল গেটস সিনিয়র, পেশায় আইনজীবী এবং মাইক্রোসফের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের বাবা। গত সোমবার ওয়াশিংটন স্টেটের সিয়াটল এলাকায়, হুড ক্যানালের বিচ হোমে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বিল গেটসের বাবা উইলিয়ামস হেনরি গেটস, যিনি বিল গেটস সিনিয়র হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার পাশাপাশি আলঝাইমার রোগে ভুগছিলেন বিল গেটস সিনিয়র।

বাবার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মাইক্রোসফের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর ছেলে বিল গেটস। টুইট করে তিনি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, আমার বাবাই "প্রকৃত" বিল গেটস ছিলেন। প্রতিদিন তিনি মনে পড়বেন। অফিসিয়াল ব্লগে বিল গেটস লিখেছেন, এতগুলো বছর ধরে আমাদের জীবনে এই চমৎকার মানুষটির সাহচর্য পাওয়া দারুণ সৌভাগ্যের। ১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিল গেটস সিনিয়র। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন অফিসার এবং সিয়াটল ল ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

চিন প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পাশে মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। সীমান্তে এই সংকট ঘন পরিস্থিতিতে বিএসপি যে কেন্দ্র এবং সেনাবাহিনীর পাশেই রয়েছে বুধবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

বুধবার মায়াবতী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং যে বিপুল পরিমাণ সামরিক গতিবিধি শুরু হয়েছে তাতে করে দেশবাসীর মনের মধ্যে উৎসাহ এবং চিন্তান্বিত হওয়াটা স্বাভাবিক। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সংসদে অবস্থান স্পষ্ট করেছে সরকার। বিএসপি বিশ্বাস করে যে ভারত সরকার দেশের প্রত্যাশা অনুযায়ী চিনকে উচিত জবাব দেবে। বিএসপি চিন এবং সেনার পক্ষে রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার সংসদে বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শৌর্য এবং বীরত্বে মুগ্ধ তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,১১৩ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১,৩৩,১১৯

রিও ডি জেনেইরো, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্রাজিলে আরও ১,১১৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৬,৬৫৩ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯। আরও ১,১১৩ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১,৩৩, ১১৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪, ৩৮২,২৬৩ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা আবহের মধ্যে চলছে দেবশিল্পী বাবা বিশ্বকর্মার পূজার ধুম। ছবি-নিজস্ব।

প্রয়াত করিমগঞ্জের বহু ইতিহাসের সাক্ষী, বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি রথীন্দ্র ভট্টাচার্য

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চলে গেলেন করিমগঞ্জের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সমাজহিতৈষী, ভারতীয় জনতা পার্টির বটবৃক্ষ তথা প্রাক্তন জেলা সভাপতি রথীন্দ্র ভট্টাচার্য। বেশ কিছুদিন জীবনযুদ্ধে লড়াই করে আজ বুধবার সকাল ৭.১২ মিনিটে ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। একজন সৎ ও আদর্শবান অভিভাবক রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকে হারিয়ে করিমগঞ্জের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ নাগরিককুলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অসমে বিজেপির পিতামহ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, দলের নির্বাচিত বিধায়কগণ, এআইডিসি-র চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, সিপিআইএম সহ বিজেপির সর্বস্তরের কার্যকর্তা।

রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গভীর শোক ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, বিজেপির বরিষ্ঠ কার্যকর্তা, করিমগঞ্জের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের নিঃস্বার্থ অবদান বরাক উপত্যকায় দলকে মজবুত করেছে। প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ শোক ব্যক্ত করেছেন প্রবীণ বিজেপি কার্যকর্তা রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াণে। তিনি বলেছেন, রথীন্দ্রদার মৃত্যুতে কেবল করিমগঞ্জ জেলাই নয়, গোটা বরাক উপত্যকা একজন রাজনৈতিক বোদ্ধাকে হারিয়েছে। করিমগঞ্জ হারিয়েছে একজন অভিভাবককে। এক ইন্দ্রপতন হয়েছে বলা যেতে পারে। কবীন্দ্র পুরকায়স্থ পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, রথীন্দ্রদার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। বরাক উপত্যকার বহু ইতিহাসের এক সাক্ষীকে হারিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যারপরনাই অত্যন্ত মর্মাহত তিনি। বলেন, তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল প্রবল। কবীন্দ্রবাবু আরও বলেন, আজীবন নিষ্ঠা ও সততার সাথে শুধু রাজনীতিই নয়, সামাজিক কর্মকাণ্ডে কর্মচঞ্চল এমন ব্যক্তিত্ব বিরল।

প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়েও আমৃত্যু নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দল ও সমাজের কাজ নীরবে করে গেছেন। কয়েকদিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসাধীন করা হয়। সেখানেই আজ সকাল ৭.১২ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

আজ সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছামাত্র করিমগঞ্জ জেলায় এক শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে যাওয়ার এক জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি। ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল প্রচণ্ড বেশি। কেবল তা-ই নয়, জেলার সব কয়টি রাজনৈতিক দলের নেতা থেকে সাধারণ কর্মীর কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। বিজেপিতো বটেই, কংগ্রেস, এআইইউডিএফ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা রথীন্দ্রবাবুর কোনও বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতেন। করিমগঞ্জের অধিকাংশ সাংবাদিকও তাঁকে অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাহায্যে সবসময় এগিয়ে থাকতেন তিনি। ফলে হিন্দু-মুসলিম সব শ্রেণির মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

রাজনীতির পাশাপাশি করিমগঞ্জের একটি জীবন্ত ইতিহাস গ্রন্থ বলা যেতে পারে প্রয়াত রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকে। দেশ বিভাগের পূর্ব পরিস্থিতি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের পরিস্থিতি, সবকিছুই ছিল তাঁর নখদর্পণে। ৬১-এর বাংলা ভাষা আন্দোলন কিংবা ৭১-এর যুদ্ধ, কোনও বিষয়ে জানতে হলে সর্বাগ্রে সকলে ছুটে যেতেন রথীন্দ্রবাবুর কাছে। যার যা জিজ্ঞাসা, তার সেই উত্তর অনর্গল বলে যেতেন। অবিভক্ত সিলেটে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ৪১৮, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা-সংক্রমিত ২১,১১১

পুদুচেরি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ১৩ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১৮ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪১৮ এবং ২১,১১১। ২১ হাজার ১১১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৫,৯২৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল দশটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫১৮ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪০১ জন। পুদুচেরিতে এখনও পর্যন্ত ১.১৩ লক্ষের বেশি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে ৮৮,১৬৬টি নেগেটিভ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৭৭০ এবং সুস্থ হয়েছেন ১৫,৯২৩ জন।

৮ বছর পর নয়া প্রধানমন্ত্রী জাপানে, শিনজোর উত্তরসূরী ইয়োশিহিদে সুগা

টোকিও, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্য ক্যাবিনেট সচিব ইয়োশিহিদে সুগা। ইয়োশিহিদে সুগাকে জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এবং শিনজো আবার উত্তরসূরী হিসেবে বুধবার মনোনীত করেছে জাপানের পার্লামেন্ট। এক-দুই বছর নয়, প্রায় আট বছর পর নয়া প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার পথে জাপান। ৭১ বছর বয়সী সুগা অতি সহজেই, পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ৪৬২-র মধ্যে ৩১৪টি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। নিম্নকক্ষে তাঁর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, ফলে জয়লাভ সহজই ছিল। ভোটগণনা শেষে নিম্নকক্ষের স্পিকার তাদামোরি ওশিমা জানিয়েছেন, ফলাফল অনুযায়ী, ইয়োশিহিদে সুগাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী বেছে নিয়েছে আমাদের কক্ষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জাপানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ইয়োশিহিদে সুগা। সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন আবে। ২০১২ সালে শিনজো আবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সুগা। আবের গোটা শাসনকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এ সময় তার ক্ষমতাকে অনেকটা চিফ অব স্টাফ ও প্রেস সচিবের সমন্বয় বলা চলে। গত সোমবার লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নির্বাচিত হন সুগা।

ক্ষমতায় চূড়ায় পৌঁছানোর এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথ মোটেও সুগম ছিল না ইয়োশিহিদে সুগার জন্য। জাপানের আকিতা অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা ছিলেন স্ট্রবেরি চাষি। হাইস্কুল পার করেই রাজধানী টোকিওতে পাড়ি জমান ইয়োশিহিদে সুগা। সেখানে পড়াশোনার খরচ জোগাতে কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরি ও মাছের বাজারে কাজ করেছেন তিনি। গ্রাজুয়েশন শেষে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন সুগা, তবে সেখানে মন টেকেনি। বিশ্বকে বদলে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরে যোগ দেন রাজনীতিতে। আশির দশকের শেষের দিকে ইয়োকোহামার সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ইয়োশিহিদে সুগা। সেই সময় রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অভিজ্ঞতা কোনওটাই খুব বেশি ছিল না তাঁর। শুধু ছিল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মনোবল।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৬৫৬, করোনা-আক্রান্ত ১,৬২,৯২০

ভুবনেশ্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২৭০ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২,৯২০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৫৬। শেষ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩,৭১৪ জন।

বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪,২৭০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২, ৯২০। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৬,৪৭৩ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,২৫,৭৩৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৬৫৬-তে পৌঁছেছে।

পূর্ব লাদাখের চিনের নজর ডোকলাম এবং অরুণাচল প্রদেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব লাদাখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবার এলএসির অন্যান্য জায়গায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে উদ্যত হল চিন। ডোকলাম এবং অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় চিনা সেনাবাহিনীর গতিবিধি বেড়ে গিয়েছে। ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জামফিরি রিজ পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে চিন।ফলে লাদাখের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, উত্তরাখণ্ডে চরম সতর্ক রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চিন অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে গোপন সূত্র থেকে খবর রয়েছে প্রশাসনের কাছে। উত্তরাখণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে।প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে পূর্ব লাদাখে রেজাংলা এবং রেচেনলায় অনুপ্রবেশের করতে ব্যর্থ হওয়ায় চিন এখন ভারতীয় সীমান্ত লাগোয়া অন্যান্য এলাকাগুলির দিকে নজর দিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ এলাকার সীমান্তেগুলিতে চিন নিজের গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে কোর কমান্ডার পর্যায়ে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না। ফলে চূড়ান্ত সতর্ক ভারত।

৪ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৩৯৩ জনের, সংক্রমিত ৩০৩,০৮৯

ইসলামাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা খানিকটা ভাবিয়ে তুলছে পাকিস্তানকে। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬৫ জন। বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ০৩ হাজার ০৮৯-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৭,৯৪৬ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১৩২,৫৯১ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৭,১৪০, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৯৮৪, বালোচিস্তানে ১৩,৬৯০, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩,২৯৭ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৪৪১।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৩৯৩ জনের।

পূর্ব লাদাখের আউট পোস্টগুলোতে বিপুল পরিমাণ রসদ মজুত করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব লাদাখে চিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।সামনে শীতকাল। তাই হিমালয় পর্বত শৃঙ্গের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা থেকে বাঁচতে সেনাবাহিনীর কাছে বিপুল পরিমাণ রসদ সরবরাহ করা হয়ে চলেছে। বায়ুসেনার পণ্যবাহী বিমানে করে এই রসদ সরবরাহের কাজ চলছে। বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, প্যাকেটজাত খাবার, রেশন, ওষুধ, শীতের বস্ত্র, সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পণ্যবাহী বিমানের পাশাপাশি চিনুক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। বরফ পড়া শুরু হলেই খারাপ আবহাওয়া তৈরি হবে তখন আকাশ এবং স্থলপথে রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেইজন্যই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আউট পোস্টগুলিতেও বিপুল পরিমাণ রসদ সরবরাহ করা হয়েছে এবং মজুত করা হয়েছে।সেনা জওয়ানরা যাতে কোনোভাবেই শীত এবং খাবারের অভাবে কষ্ট না পান সেই দিকে নজর রাখা হয়েছে। পাশাপাশি শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সমরাস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কোর কমান্ডার পর্যায়ের একাধিক বৈঠক করা সত্ত্বেও চিনের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।তাই হিমালয়ের শৃঙ্গের সর্বদা তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন পাহাড়ের যুদ্ধে অভিজ্ঞতার নিরিখে চিনা সেনাবাহিনী থেকে এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীরা। তীব্র ঠাণ্ডায় হিমালয়ের উপত্যকায় কিভাবে লড়াই করতে হয় সেই অভিজ্ঞতা ভারতীয় সেনাবাহিনী বিগত কয়েক দশক ধরে অর্জন করেছে, তাই রণকৌশলের নিরিখে ভারত এগিয়ে।

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হ্রাস পেয়েছে : জি কিষেন রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে বুধবার লিখিতে জবাবে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষেণ রেড্ডি। লিখিত জবাবে জি কিষেন রেড্ডি জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে, জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত ৪৫৫টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল, ২৯.০৬.২০১৮ থেকে ০৪.০৮.২০১৯ পর্যন্ত। এছাড়াও ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে, ০৫.০৮.২০১৯ থেকে ০৯.০৯.২০২০-র মধ্যে ২১১টি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনা ঘটেছে।

জি কিষেন রেড্ডি আরও জানান, ০৫.০৮.২০১৯ থেকে ০৯.০৯.২০২০-র মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বড় ধরনের কোনও সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর দেশে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে এই লিখিত জবাব দিয়েছেন রেড্ডি। দেশের কোন কোন রাজ্যে ইসলামিক স্টেট(আইএস) সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সে প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষেণ রেড্ডি জানান, এনআইএ তদন্তে জানা গিয়েছে কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে সবথেকে বেশি সক্রিয় ইসলামিক স্টেট।

করোনা-সংক্রমিত কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রয়েছেন হোম আইসোলেশনে

বেঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার প্রকোপ থেকে রেহাই পেলেন না কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসভরাজ এস বোম্মাইও। এবার মারণ ভাইরাস থাবা বসাল তাঁর শরীরে। শরীরে কোনও উপসর্গ না দেখা দিলেও, তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার টুইট করে র্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসভরাজ এস বোম্মাই জানিয়েছেন, বাড়ির একজন কাজের ছেলের করোনা-রিপোর্ট মঙ্গলবার পজিটিভ এসেছিল। আমিও পরীক্ষা করাই এবং সংক্রমিত হয়েছি। কোনও উপসর্গ নেই, সুস্থ আছি এবং বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছি।" টুইটারে তিনি আরও লেখেন, সম্প্রতি আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নিন।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,২৭১ জনের, করোনা-সংক্রমিত ১,০৬,৭০০

জয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৮০২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৮০২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৬,৭০০। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৮০২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৮০২ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৩ জন, আলওয়ারে ৪৫ জন, বন্সওয়ারে ১৫ জন, বরণে ১০ জন, বারমের-এ ২৯ জন, ভরতপুরে ১৯ জন, ভিলওয়ারে ২৭ জন, বিকানের-এ ২৬ জন, বুন্দিতে ১৪ জন, চিত্তরগড়ে ১২ জন, চুরুতে ১৩ জন, দৌসায় ১৬ জন, ঢোলপুরে ১৪ জন, দুঙ্গারপুরে ১৩ জন, গঙ্গানগরে ১৬ জন, হনুমানগড়ে ৮ জন, জয়পুরে ১১৬ জন, জয়সলমের-এ ৩৭ জন, জালোরে ১২ জন, ঝালাওয়ারে ১৫ জন, ঝুনঝুনুতে ৯ জন, যোধপুরে ১১৩ জন, কারাউলিতে দু"জন, কোটায় ৪৯ জন, নাগাউরে ১৭ জন, পালিতে ১৯ জন, প্রতাপগড়ে ৩৭ জন, রাজসমন্দে ৬ জন, সওয়াই মাধপুরে ৪ জন, সিকারে ৫ জন, সিরোহিতে ৫ জন, টোঙ্কতে ৯ জন এবং উদয়পুরে ২৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮০২ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬,৭০০-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৭,৮৮৮ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৭,৫৪১ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১, ২৭১ জনের।

স্বাস্থ্যের কারণে রাজ্যসভার বাদল অধিবেশন থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন মনমোহন, চিদাম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): স্বাস্থ্যের কারণে রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দেবেন না প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সহ একাধিক সাংসদ। করোনা সংকটকালের মধ্যে একাধিক বিধি মেনে শুরু হয়েছে রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনের নিজেদের বিরত রেখেছেন একাধিক নেতা।

এই প্রসঙ্গে বুধবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতা ড় মনমোহন সিং, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অস্কার ফার্নান্ডেজ, আম আদমি পার্টির সুশীল গুপ্ত, এআইএডিএমকে সাংসদ এ এম নবনিত কৃষ্ণন, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির বন্দা প্রকাশ, তৃণমূলের মানুষ রঞ্জন এবারের বাদল অধিবেশন থেকে অব্যহতি নিয়েছে।

করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, এবার আক্রান্ত আদেশ গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে মারণ করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। এবার কোভি-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি আদেশ গুপ্তা। বুধবার আদেশ গুপ্ত নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন তিনি করোনা-সংক্রমিত হয়েছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, গত সপ্তাহে শরীরে হালকা জ্বর থাকার কারণে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলাম, সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। কিন্তু, শরীর ঠিক না হওয়ায় ফের টেস্ট করিয়েছিলাম, সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

টুইটারে তিনি আরও লিখেছেন, এমনিতেই বিগত এক সপ্তাহ ধরে আমি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি, তাও যদি কেউ আমার সংস্পর্শে এসে থাকেন, অবশ্য করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।

৫০-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৮২,০৬৬ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল ভারত। ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা, স্বস্তি দিয়ে বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫০-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫০,২০,৩৬০-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১, ২৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯০,১২৩ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২, ০৬৬ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫০,২০,৩৬০ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,৪২,৩৬১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৩৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৮২,০৬৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,০৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৩ জন, অসমে ৪৯২ জন, বিহারে ৮৩৬ জনের, চন্ডীগড়ে ৯৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৮৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৮০৬ জনের, গোয়া ৩১৫ জন, গুজরাটে ৩,২৪৪ জনের, হরিয়ানায় ১,০২৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৯০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৯১৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫৭১ জনের, কর্ণাটকে ৭,৪৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৬৬ জন, লাদাখে ৪৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৮২০ জন, মহারাষ্ট্রে ৩০,৪০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৪৭ জন, মেঘালয়ে ২৮ জন, নাগাল্যান্ডে ১৫ জন, ওড়িশায় ৬৪৫ জনের, পুদুচেরিতে ৪০৫ জন, পঞ্জাবে ২,৫১৪ জন, রাজস্থানে ১,২৬৪ জনের, সিকিমে ১৯ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,৫০২ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৯৬ জন, ত্রিপুরায় ২১৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৩৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,৬০৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,০৬২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬৩ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৮.৫৩ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১৯.৮৪ শতাংশ মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।